Approved by D. P. I. Bengal for Juvenile Reading in Secondary Schools.

'পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে' গ্রন্থমালা

বৈদিক ভারত

রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন
ডি, লিট প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

নিবেদন

গুরুতর ভার মাথায় লইয়া 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রকাশ করিতে নামিয়াছিলাম—শুধু এই ভরসায় যে বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ-ভার তাঁহাদের নিজের স্কন্ধে লইবেন। এ-কাজ শুধু আমাদের একার নয়—এ দশের কাজ, দেশের কাজ, তাই এ-কাজ তাঁহাদেরও। আজ ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছে। যাহাদের সহায়তায় ও আনুকূল্যে এই বিরাট যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে সক্ষম হইয়াছি, আজ তাহাদের নিকট আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

দেশের এই যে একটা গুরুতর অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া,—বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নরনারীর মন হইতে অজ্ঞানতা এবং কূপমণ্ডুকতা দূর করিবার এই যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা প্রায় সর্ব্বস্বপণে এই "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" প্রকাশ করিলাম—তাহার আবশ্যকতা বা সার্থকতা সম্বন্ধে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞান-সভ্যতার এই বিশ্বব্যাপী উন্নতির দিনে—যখন প্রতিদিনে, প্রতি মুহূর্ত্তে—এই বিপুল পৃথিবীর প্রতি দিকটী হইতে নূতন জ্ঞানের, নূতন সভ্যতার, নূতন উন্নতির স্রোত প্লাবনের বেগে আসিয়া, ভারতকে ভাসাইয়া দিতে চাহিতেছে—তখনও কি ভারত বিশ্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে? এখনও কি সে তাহার মনের কবাট, বুদ্ধির কবাট, জ্ঞানের কবাট রুদ্ধ রাখিয়া এই প্লাবনের স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে? তা যদি সে

করে, তবে সে-স্রোতে ঘর-দুয়ার সমেত সেই ডুবিয়া যাইবে—স্রোত বন্ধ হইবে না। আজ বিশ্বের কত বিভিন্ন জাতি তাহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা, তাহাদের যুগ-যুগান্তরের সাহিত্য, জাতীয় ইতিহাস, রীতিনীতি, সভ্যতা—তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়া প্রতিনিয়তই ভারতের সংস্পর্শে আসিতেছে—আজ যদি ভারত তাহাদের সে বিশিষ্টতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া তাহাদের সহিত আপোষ না করিয়া ফেলিতে পারে, তবে ভারতের অস্তিত্ব আর বড় বেশী দিন নয়।

শুধু তাই নয়; আমাদের জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে—সমাজের প্রতি বিভাগে যে সঙ্কীর্ণতা, যে পরার্থপরতা, অজ্ঞানতা-প্রসূত যে আত্মম্ভরিতা স্তূপীকৃত ভাবে জমা হইয়া আছে, তাহা দূর করিতে হইলে, দেশকে এবং জাতিকে তাহার হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, আমাদের হৃদয় এবং জ্ঞান এই দুইটির পরিধি অত্যন্ত বাড়ান দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশ করা। শুধু দেশের ইতিহাস প্রকাশে একার্য্য সাধিত হইবে না—outlook বাড়াইতে হইলে সারা পৃথিবীর কথাই জানিতে হইবে—আর সেই সঙ্গে জানাইতে হইবে, এই বিপুল পৃথিবীর মাত্র কতটুকু অংশ জুড়িয়া আছে আমাদের এই ভারতবর্ষ।

আজকাল বালক-বালিকাদিগকে Liberal Education দিবার একটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সমাজের সঙ্কীর্ণতা দূর প্রভৃতি কত কথা উঠিয়াছে—কিন্তু Liberal Education হইবে কোথা হইতে? সমাজের সঙ্কীর্ণতা যাইবে কি করিয়া? গোড়ায় যে আমাদের ঘুণ ধরিয়াছে। আমাদের জাতীয়

মনটাই যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীই যে আমাদের নিকট অত্যন্ত খাটো হইয়া গিয়াছে। এ মোহ অজ্ঞানতাপ্রসূত; এই আত্মম্ভরিতা আর যাহাতে ভবিষ্যৎ ভারতীয়ের মনকে কলুষিত করিতে না পারে—অন্ততঃ তাহার জন্যও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা তাহাদের জানা আবশ্যক মনে করি। শুধু জানা নয়, পৃথিবীতে ভারতের অবস্থা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

ইউরোপের বালক বাল্যকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা শুনিতে শুনিতে বড় হইতেছে—তাই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—তাই সে চির-তুষারময় মেরুপথের অভিযান খেলার স্বরূপ মনে করে,—তাই হিমালয়ের চিরহিমাবৃত তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিবার নামে তাহার ধমনীর রক্ত আনন্দে লাফাইয়া উঠে। আর আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা!—বেচারীদের পৃথিবী তো শুধু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড লইয়া!—তাই সে বড় জোর বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া একটা মোটা মাহিনার চাকরীর জন্য লালায়িত! এ শুধু অদৃষ্টের পরিহাস নয়; এর জন্য দায়ী প্রধানতঃ আমরাই। আমরাই না আমাদের বালক-বালিকাদিগের নিকট পৃথিবীটাকে এত ছোট করিয়া রাখিয়াছি। এখন সে ভুলের সংশোধনের সময় আসিয়াছে। উপযুক্ত পুস্তক আমরা আমাদের গায়ের রক্ত জল করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিলাম—এখন বাংলার অভিভাবক ও শিক্ষক-দিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা সম্পন্ন করুন—বালক-বালিকাদিগের হাতে বইগুলি পৌছাইবার ভার তাঁহারা লউন।

শুধু বালক-বালিকাদিগের হাতে পৌছাইয়া দিয়াই যেন তাঁহারা নিশ্চিন্ত না হন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট

আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের হাতেও এক সেট করিয়া "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" তুলিয়া দেন। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা দূর করাই আগে দরকার। যাঁহারা জননী, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা যদি দূর না হয়, তবে সন্তানের সঙ্কীর্ণতা কি প্রকারে দূর হইবে?

ইতিহাস নাম শুনিয়াই ঘাবড়াইবেন না। এ শুধু নীরস তারিখ-সর্ব্বস্ব ইতিহাস নয়। যাহা কিছু বলা হইয়াছে—এত সুন্দর সুন্দর চিত্র সম্বলিত করিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে যে অনেক সময় উপন্যাসের অপেক্ষাও বইগুলি চিত্তাকর্ষক মনে হইবে। আর তাহা ছাড়া, নানা দেশের কত বিচিত্র কাহিনী—একঘেয়ে উপন্যাসের চেয়ে তাহা পড়িতে আগ্রহ আরও বেশী হওয়ারই কথা। যাঁহারা আমাদের 'চিত্রে ও গল্পে' সিরিজের বিজ্ঞান, দেশ-বিদেশ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলিকেও নানাদিক দিয়া চিত্তাকর্ষক করিতে আমাদের যত্ন ও চেষ্টা কত সাফল্য লাভ করিয়াছে। 'পৃথিবীর ইতিহাসেও' সে চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই; কারণ এ-কথাটা আমাদের ভাল করিয়াই জানা আছে যে, যাহাদের জন্য এই বইগুলি লেখা, এগুলি পড়িতে তাহাদের আগ্রহ হওয়াটাই সব চেয়ে আগে দরকার।

এই ভাবে অসংখ্য ছবি ও গল্পের মধ্য দিয়া পৃথিবীর ইতিহাসটা বাংলাভাষায় প্রকাশিত করিবার আমাদের আরও উদ্দেশ্য আছে। প্রধানতঃ এই একমাত্র উপায়ে বাংলার বালিকা-মহলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জননীদিগের নিকট এই অত্যাবশ্যক পুস্তকের সাদর অভ্যর্থনা মেলা সম্ভব। বাংলাভাষায় রচিত না হইলে তাহা সম্ভব হইত না,—আর এত বেশী চিত্তাকর্ষক

(interesting) ভাবে লেখা না হইলেও, তাহা হইত না। বালকদিগের সম্বন্ধেও একথা বিশেষ ভাবে খাটে,—ইংরাজীতে লেখা ৩৫ খণ্ড বই হুস্ হুস্ করিয়া পড়িয়া ফেলিবার মত বয়স যখন তাহার হয়, তখন সে সংসারে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু ছবি ও গল্পভরা interesting বাংলা ৩৫ খানা বই সে অতি অল্প বয়সেই পড়িয়া ফেলিতে পারে—তাহাতে কাহারও সাহায্যের দরকার নাই। অভিভাবকেরা মনে রাখিবেন যে, যে বয়সে বালক-বালিকারা লুকাইয়া লুকাইয়া রাশি রাশি বাংলা নাটক-নভেলের শ্রাদ্ধ করিতে থাকে, সেই বয়সে যদি তাহারা হাতের কাছে এক সেট করিয়া "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" পায়, —তবে তাহা পড়িয়া উঠিতে শুধু যে তাহাদের বেশী সময় লাগিবে না, তাহা নহে—তাহাদের শিক্ষা ও চরিত্রের ধারা ভিন্ন পথে গিয়া তাহাদিগকে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করিবে। হাতের কাছে এই চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের গল্প পাইলে অনেকেই আর বাজে উপন্যাস সংগ্রহ করিবার কষ্ট স্বীকার করিবে না।

বাংলার সহৃদয় শিক্ষক-সম্প্রদায়ের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে—তাঁহারা যেন ছাত্রছাত্রীদের মনে এই বইগুলি পড়িবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেন। মনে রাখিবেন, এ দেশের কাজ। আমরা জানি, এই ৩৫ খণ্ড বই ক্লাসে text করিয়া পড়ান অসম্ভব। তাহার দরকারও নাই। শুধু ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া, তিন-চারিখানি বই text হিসাবে পড়াইলেই যথেষ্ট। বাকিগুলি যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ীতে পড়িয়া লয়, তাহার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা দরকার। আবশ্যক হইলে, প্রতি স্কুল-লাইব্রেরীতে কয়েক সেট করিয়া পুস্তক

আনাইয়া, যদি ছাত্রছাত্রীদিগকে সেইখান হইতে পড়িবার ব্যবস্থা করাইয়া দেন, তবে অতি সহজেই ইহার বহুল প্রচার হওয়া সম্ভব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই বিরাট কার্য্যের জন্য আমাদিগের অনেক আর্থিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব মনে করিয়া আমাদের শুভানুধ্যায়ী অনেক বন্ধু আমাদিগকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের কাজ ভাবিয়া—আর্থিক ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত হইয়াই আমরা এই কার্য্যে নামিয়াছিলাম। নামিয়া অবধি অনেকের আন্তরিক সহানুভূতি আমরা পাইয়াছি। বাংলার বহু প্রতিভাশালী লেখক এবং চিত্রকর এই ব্রত উদ্‌যাপনে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা আমাদের নাই। আশা আছে, তাঁহারা যে ভাবে এই মহৎ কার্য্যে আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি বর্ষণ করিতেছেন, জনসাধারণের নিকট হইতেও যদি আমরা সেই সহানুভূতি পাই তবে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগের আর্থিক ক্ষতি নাও হইতে পারে।

আর কি বলিব? যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য সফল হউক, বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই এই পুস্তক পাঠে নূতন আলোকের সন্ধান পাক—ইহাই প্রার্থনা করি। ইতি—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

সম্পাদক—

"পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে"

ভূমিকা

এই পুস্তকে যে সকল গল্প লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই বেদ অবলম্বন করিয়া, এ কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এই সমস্ত গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করিতে লেখককে বিলক্ষণ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। ধরুন্, যেমন বেদের কোন সূক্তে লিখিত আছে—বৃত্রকে ইন্দ্র জলের উপর শয়ান অবস্থায় বধ করেন, কোনও সূক্তে পাওয়া গেল—পৌর্ণমাসী রাত্রে বৃত্র প্রাণত্যাগ করে, কোন সূক্তে আবার লিখিত হইয়াছে—বৃত্রই ইন্দ্রের রাজ্য প্রথম আক্রমণ করেন, কোন এক স্থলে দেখা গেল—ইন্দ্রের বেশ বড় বড় দাড়ী ছিল, এই ভাবে যে সকল উপাদান সমস্ত বেদময় ছড়াইয়াছিল, তাহাই একত্র করিয়া ধারাবাহিক ভাবে শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বক এক একটা আস্ত গল্প দাঁড় করান হইয়াছে। এইটুকুই এই পুস্তকের মৌলিকত্ব। সমস্ত গল্পগুলি সম্বন্ধেই এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে, কেবল চ্যবন ও সুকন্যার গল্পটি বেদ হইতে আভাস লইয়া পুরাণাবলম্বনে পুষ্ট করা হইয়াছে। অন্য কোন গল্প সম্বন্ধে এই স্বাধীনতা লই নাই। বেদ—হিন্দু সমাজের প্রধান ভিত্তি। এই অনড়, প্রস্তর-কঠিন লৌহ-দৃঢ় ভিত্তি এখনও চিরন্তন শক্তিতে আমাদের সমাজকে ধারণ করিয়া আছে। এই বেদের শাখা-উপশাখায় জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি

শত শত ধর্মমত অঙ্কুরিত হইয়া কালে তাহারা বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দুজাতির প্রতিভার এই আদি উৎস সকলেরই লক্ষ্য করা উচিত। শিক্ষকগণ যদি এই পুস্তক অবলম্বন করিয়া ছেলেদের নিকট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের প্রতি ইঙ্গিত করেন, তবে তাহাদের নিকট নানা ঐতিহাসিক জটিল সমস্যার সহজ সমাধান হইবে।

বেদের নানা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমি এই পুস্তকে সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছি। আশা করি, আমার নবীন পাঠকদের সঙ্গে প্রবীণের দল তাহা কতক পরিমাণে উপভোগ করিবেন, যেহেতু আমি পুস্তকখানি লিখিতে যাইয়া বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছি। আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের এই আদিগঙ্গা—এই হরিদ্বারের নিকট সকলকেই সম্ভ্রমের সহিত উপস্থিত হইতে হয়, বেদের হটকারী সমালোচককে হিন্দুজাতি কখনই ক্ষমা করেন নাই, এমন কি বেদনিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধদেবকেও হিন্দু-কবির টিট্‌কারী সহিতে হইয়াছিল। আমি সশ্রদ্ধ হইয়া বইখানি লিখিয়াছি, আশা করি, আমার পাঠকগণ সশ্রদ্ধ হইয়া বেদের আলোচনা করিবেন, এই নগণ্য লেখকের অক্ষমতার অপরাধে—বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। তিমিঙ্গিলের ন্যায়, ক্ষুদ্র টুনটুনি পাখীও সমুদ্রের জল-কণা খুঁজিয়া বেড়ায়—সমুদ্রের বিশালত্ব ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্বে বিড়ম্বিত হয় না।

গ্রন্থকার
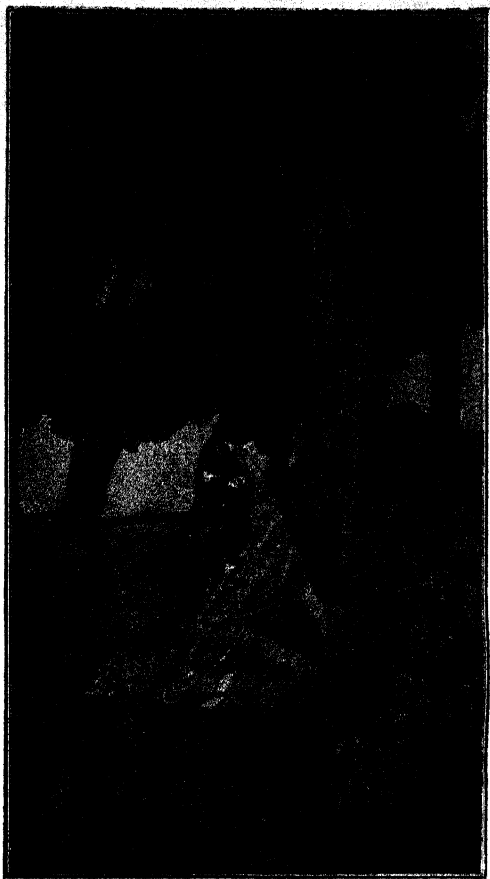
সুকন্যা চ্যবনের পায়ের নীচে পড়িয়া বলিল—ক্ষমা করুন, ঋষি, আমি আপনাকে কষ্ট দিয়া সুখী হইতে চাহি না। আমি আজ হইতে আপনার সেবা করিবার দাবী চাহিতেছি। আজ হইতে • সুকন্যা আপনার ধর্ম্মপত্নী।

বৈদিক ভারত

—∘○:*:○∘—

বেদের শিক্ষা

এখন হইতে চার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে—সেই সময়ে এমন এক যুগ ছিল,—তোমাদের আমি সেই যুগের কথা গল্প করিয়া শুনাইব।

তোমরা হয়ত শুনিয়াছ, আর্য্যজাতি একটা মস্ত বড় জাতি। গ্রীসদেশের লোক, রোমক, ইংরেজ, ইরাণী, এবং আরও কয়েকটি জাতি প্রকাণ্ড আর্য্য-সমাজের পরিবারভুক্ত ছিল। তাহারা প্রথম কোথায় বাস করিত, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত।

আর্য্যজাতি

তবে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পার, তারা যে এক জাতির অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ কি?

প্রথম প্রমাণ ভাষা। একশত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে এমন একটা

সময় ছিল যে ইংরাজ, গ্রীক, ইরাণী প্রভৃতি জাতির মধ্যে যে একটা রক্তের সম্পর্ক আছে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করিতেন, যে ভাষায় প্রাচীন বাইবেল লেখা হইয়াছে, সেই ভাষাই খাঁটি ঈশ্বরের ভাষা এবং পৃথিবীর অপরাপর সমস্ত ভাষা সেই ভাষা হইতে আসিয়াছে। আদত বাইবেলী হিব্রু ভাষা হইতে সমস্ত ভাষাকে টানিয়া বুনিয়া বাহির করিবার জন্য পাদ্রী মহাশয়রা বিস্তর চেষ্টা করেন। এই ধর, যদি কেহ প্রমাণ করিতে চান যে গঙ্গা নদীটা দক্ষিণ দিকের বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে চেষ্টা যেমন বৃথা হয়, পাদ্রীদের সেই হিব্রু হইতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার উদ্ভব প্রমাণ করিবার চেষ্টাও তেমনই বিফল হইল।

কিন্তু সত্য যখন দেখা দেয়, তখন মিথ্যা আপনিই পলাইয়া যায়, সূর্য্যোদয়ে আঁধার থাকিবে কিরূপে? যখন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা সুরু হইল, তখন পণ্ডিতেরা দেখিলেন, এই সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক, রোমান, ইংরাজী, ইরাণী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার আশ্চর্য্য একটা মিল আছে। আমরা সচরাচর যে সকল কথা বলিয়া থাকি, তাহা ঐ সকল ভাষার সহিত প্রায় একরূপ প্রতীয়মান হইবে। কোনও ভাষায় পিতর, কোন ভাষায় পিটার, আবার কোন ভাষায় 'প' অক্ষরটা 'ফ' এ পরিণত হইয়া শব্দটি হইয়াছে 'ফাদার'। এই ভাবে মাতর, ভ্রাতর, দুহিতর প্রভৃতি শব্দ সেই সমস্ত ভাষায় প্রায় একরূপ। এই ভাবে একটি

দুইটি নয়, শত শত শব্দ আবিষ্কৃত হইল, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না, যে কতকগুলি জাতি আগে এক ভাষাতেই কথা কহিত—তাহারা এক পরিবারের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং সেই সকল জাতির জ্ঞাতিত্ব প্রমাণিত হইয়া গেল। তাঁহাদের সাধারণ নাম হইল 'আর্য্য'।

এই আর্য্যগণ এক সময়ে এক ভাষায় কথা কহিতেন। সেই ভাষা ঠিক কি ছিল তাহা বলা যায় না—তবে ঋগ্বেদের যে ভাষা তাহাই সেই ভাষার সকলের অপেক্ষা পুরাতন মূর্ত্তি।

আর্য্য পরিবার শুধু এক ভাষায় কথা কহিতেন না, তাহাদের দেবদেবীর নামও এক ছিল। সুতরাং একই মন্দিরের জন্য তাঁহারা এক সময় নৈবেদ্য সাজাইতেন। হিন্দু-আর্য্যগণের প্রাচীন আকাশ-দেব "দ্যু", গ্রীকদিগের "জিয়াস" ও রোমকদিগের "দ্যু-পিতর" বা "জুপিটর", জার্ম্মানদিগের "জিও" একই দেবতা। হিন্দু-আর্য্যগণের "বরুণ" ও গ্রীকদিগের "ইয়রর্ণস" এক। এইরূপ বহু দেবতার নামের ঐক্য আর্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখা খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

কোন্ যুগে যে আর্য্যগণের বৃহৎ পরিবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পরস্পর হইতে দূরে যাইয়া পড়ে তাহা বলা শক্ত। কিন্তু ইহাদের আচার, ব্যবহার, পূজা ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলি প্রাচীন

পুস্তকাদি হইতে আলোচনা করিলে অনেক আশ্চর্য্য রকম মিল ধরিতে পারা যাইবে।

আর্য্য-হিন্দুগণের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম জ্ঞাতি ইরাণীরা; তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্রের নাম 'জন্দ অবস্থা'—এই "অবস্থা" ও ঋগ্বেদের ভাষা প্রায় একরকমের, এবং এই দুয়েরই উপাস্য দেবতাদের নামও এক রকমের। আর্য্য-হিন্দুর বরুণ, জেন্দ-অবস্থায় বরণ; অবস্থায়ও "বায়ু" দেবতার নাম পাওয়া যায়। আর্য্য-হিন্দুর "মিত্র" জেন্দ অবস্থায় "মিথ্র"। তোমরা এ সকল তথ্য পরে আলোচনা করিলে, ইরাণীরা যে আর্য্য-হিন্দুর কত নিকট জ্ঞাতি তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু জ্ঞাতিদের সঙ্গে আবার যেমন শত্রুতা হয়, এমন আর কাহারও সঙ্গে হয় না। ইরাণীদের সঙ্গেও আর্য্য-হিন্দুদের তেমনই একটা বিষম ঝগড়া বাঁধিয়া দুই দল একেবারে পৃথক্ হইয়া গিয়াছিল। এ ঝগড়াটা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের অপেক্ষা হয়ত কম হয় নাই। কি লইয়া এই কলহের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত, কিন্তু এটা ঠিক মনে হয়, আর্য্যগণ "ইন্দ্রকে" সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, ইরাণীরা তাহাতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। এই ইন্দ্র ছিলেন আর্য্যগণের নূতন দেবতা। আর্য্যজাতির অন্যান্য সকল শাখায়ই অপরাপর দেবতার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইন্দ্রকে বিশেষ করিয়া

জ্ঞাতি-বিরোধ

পাওয়া যায় শুধু বেদে। আমার মনে হয়, এই ইন্দ্রকে লইয়া যত গোল বাঁধিয়াছিল।

ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হত্যা করেন, এই হিসাবে তাঁহার এক নাম বৃত্রঘ্ন। কিন্তু এই বৃত্রবধ ইন্দ্রের উপর শেষে আরোপ করা হইয়াছে। জেন্দাবস্থায় "বৃত্রঘ্ন"কে পূজা করিবার বিধি আছে। ঐ পুস্তকে "বৃত্রঘ্ন" শব্দ "বৃথ্‌্রঘ্ন" রূপ ধারণ করিয়াছে, প্রভেদ এইমাত্র। কিন্তু জেন্দাবস্থায় ইন্দ্রকে চোর, দস্যু নামে নিন্দা করা হইয়াছে।

ইহার দ্বারা হয়ত এই বুঝা যায় যে যখন ইরাণীরা ও আর্য্য-হিন্দুরা একত্র ছিলেন, তখন উভয়ে মিলিয়া বৃত্রবধকারী দেবতাকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন আর্য্য-হিন্দুরা ইন্দ্রকেই বৃত্রবধকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন, তখন ইরাণীরা চটিয়া গিয়া ভিন্ন হইয়া গেলেন।

হিন্দু-আর্য্যগণ দেবতাদিগের পূজা করিতেন ও ইরাণীরা অসুরের উপাসক ছিলেন। কিন্তু 'সুর' আর 'অসুরে' এখন মানের যে তফাৎ একসময়ে তাহা ছিল না। সেই যুগে 'সুর' এবং 'অসুর' এই দুই শব্দই দেবতাদিগকে বুঝাইত। ইরাণীদের সঙ্গে হিন্দুরা পৃথক হইয়া যাওয়ার পরে "অসুর" শব্দটির অর্থ আমাদিগের নিকট হীন হইয়া পড়িয়াছে। জেন্দাবস্থায় "অসুর" শব্দ "আহুর" রূপ ধারণ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে এখনও "অসুর" শব্দটি "আহুর" রূপে চলিত কথায় উচ্চারিত হইয়া থাকে।

তোমরা বুঝিতে পারিলে, ৪।৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-হিন্দুগণ অপরাপর শাখা হইতে ভিন্ন হইয়া ইন্দ্রের উপাসনা লইয়া মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন। এদেশের আকাশের মত উজ্জ্বল আকাশ কোথায়, এদেশের মেঘের অজস্র জলের ধারার মত এমন কৃষির সহায় আশ্চর্য্য জল-ধারা কোথায়, এদেশে যখন বজ্র-নিনাদ হয়, বিদ্যুৎ মেঘ হইতে মেঘে চমকাইয়া যায়,—অবিশ্রান্ত জল পড়িয়া কৃষকের ক্ষেতগুলি সোণার ফসলের লীলাভূমি করিয়া দেয়, তেমনটি আর কোথায় পাওয়া যাইবে! সুতরাং ঋষিরা ইন্দ্রের যে সকল স্তব রচনা করিলেন, ইন্দ্রকে যে রাজ-বেশে আকাশে প্রত্যক্ষ করিলেন—এমন বেশে তাঁহাকে কে আর কোথায় দেখিবে? এমন ভাষায় কে আর তাঁহাকে পূজা করিতে পারিবে? এই ফলফুল-সম্পন্ন দ্যুলোক-ভূলোকের আলোচ্ছটায় উজ্জ্বল প্রসন্নতা আর কে কবে দেখিয়াছে? এই জন্য বেদের ভাষায় এত কবিত্ব, এত সৌন্দর্য্য, এত উপমা।

আর্য্য ও অনার্য্য

কিন্তু এটা তোমরা মনে করিও না, বেদে যে সকল যুদ্ধাদির কথা আছে, তাহা শুধু আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে। এই বইখানি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, আর্য্যদের মধ্যে এমন অনেক রাজা এদেশে ছিলেন,

যাঁহারা ইন্দ্রকে মানিতেন না, যাগ-যজ্ঞ করিতেন না, ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান করিতেন না। এইরূপ দশ জন আর্য্য-রাজা ইন্দ্রভক্ত সুদাস রাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। বেদের বহু স্থানে ইন্দ্রের সঙ্গে আর্য্যরাজাদের যুদ্ধ বর্ণিত আছে।

আবার যাঁহারা অনার্য্য তাঁহাদের মধ্যেও কোন কোন লোককে ইন্দ্র খুব পুরস্কার দিয়া আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

সুতরাং বেদের যুদ্ধ দুই দলের মধ্যে। যাঁহারা ইন্দ্রভক্ত, যজ্ঞকারী, ব্রাহ্মণ-পালক—একদিকে তাঁহারা, অপর দিকে—যাহারা ইন্দ্রকে মানিত না, যজ্ঞের অনিষ্ট করিত ও ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষী ছিল। ধর্ম্ম-মত লইয়াই ছিল যত যুদ্ধবিগ্রহ। সুতরাং আর্য্য-অনার্য্যের জাতিভেদটা বেদে খুব গুরুতর বিষয় বলিয়া মনে হয় না।

ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে কোন কোন জায়গায় আশ্চর্য্যরূপ মিলন ঘটিয়াছিল এবং এই জন্যই বোধ হয় আর্য্যরক্তের সঙ্গে অনার্য্য-রক্ত বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছিল।

যাহারা ইন্দ্রের বিরুদ্ধে ছিল, তাহাদের মধ্যে পণিরা ছিল খুব নিরীহ, ইহারা বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করিত না, নিঃশব্দে ধন-সঞ্চয় করিত, মাংস বেশী খাইত না, গোজাতির সেবা করিত, কারণ উক্ত পশুরা তাহাদিগকে ঘি, মাখন, ছানা খাওয়াইয়া বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ভাবে বাঁচাইয়া রাখিত। নিরন্তর ইহাদের গাভী হরণ ছিল ইন্দ্রের

একটা প্রধান কার্য্য। ইহারা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিত না বলিয়া ঋষিদের ছিল ইহাদের উপর জাতক্রোধ।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও জৈন-ধর্ম্ম

এখন দেখা যাইতেছে, তখনকার দিনের আর্য্য ও অনার্য্য সমাজের মধ্যে যাগ-যজ্ঞের বিরোধী, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিহীন একটা মস্ত বড় দল ছিল। এই সময়ের অনেক পরে বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম এই বহু সংখ্যক নিস্তব্ধ জনসাধারণের প্রাণের কথাগুলি বলিয়াছিল। তাই পার্শ্বনাথ ও বুদ্ধদেব যখন যজ্ঞ-রহিত, ব্রাহ্মণ-বিরোধী, হিংসাহীন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত ভারতময় এরূপ আশ্চর্য্য রকমের সাড়া পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অবজ্ঞাত জনসাধারণের মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া জৈন তীর্থঙ্কর ও বৌদ্ধভিক্ষু দেবতার আসন পাইয়াছিলেন। এই দুই ধর্ম্মের মধ্যেই পণিরা অর্থাৎ বণিক-জাতি খুব সম্মানের জায়গা দখল করিয়া লইয়াছিল। এখনকার দিনে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যখন গোঁড়া হিন্দু-সমাজের জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিশান তুলিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে দাঁড়াইল, তখন সেই বণিকের দলই আবার ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া বৈষ্ণবদের দলে যোগ দিতে লাগিল। ইন্দ্রের উপাসক ব্রাহ্মণগণ বেদে যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিত্তি এত দৃঢ় যে যুগে যুগে জনসাধারণ চেষ্টা করিয়াও তাহা নড়াইতে পারিতেছে না!

তোমরা এই বইখানি যদি আগা-গোড়া পড় ত বুঝিতে পারিবে, হিন্দু-সমাজ এখন যাহা কিছু লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সকলের মূলেই বেদ। এই বেদ হাতে করিয়াই হিন্দু-আর্য্যগণ এককালে পরম ঐক্য বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই ঐক্যবলে এক মহাজাতির ও বড় রকমের সভ্যতার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সকলের শেষ মন্ত্রটি তোমরা মনে রাখিবে। উহাই বেদের সার শিক্ষা—

চরম শিক্ষা

"তোমাদের অভিলাষ এক হউক, অন্তঃকরণ
এক হউক, তোমাদের মন এক হউক,
তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।"

আমরা এখন পাঁচজন একত্রে বসিলে আমাদের ভিন্ন মতের চোটে সভাসমিতি ভাঙ্গিয়া যায়, তাই না আমরা এত হীন! এস আমরা আবার একমত হই।

ইন্দ্রের কথা

ইন্দ্র বৃত্রকে মারিয়া ফেলেন, এই কথাটা বেদে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। এ সম্বন্ধে যে সকল গল্প আছে, তাহা তোমাদিগকে বলি।

বৃত্রের জন্ম

ত্বষ্টা নামে এক ঋষি ছিলেন, ইঁহার সঙ্গে ইন্দ্রের এক সময়ে খুব ভাব ছিল। ত্বষ্টা ঋষি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে খুব ভাল ভাল সোনা ও লৌহের বর্ম্ম বানাইয়া দিয়াছিলেন, সেইগুলি গায়ে পরিয়া ইন্দ্র দস্যুদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেন। ইন্দ্র যুদ্ধকালে যে বজ্র ব্যবহার করিতেন, তাহার কোনটির ছিল চার ধার, কোনটির একশ ধার, এবং কোনটির হাজার ধার। এইগুলি যাহার প্রতি ছুড়িয়া মারিতেন, তাহার আর প্রাণ-রক্ষা হইত না। নিপুণ কারিকর ত্বষ্টা ঋষিই এই সমস্ত বজ্র তৈরী করিয়া ইন্দ্রকে উপহার দিতেন।

কিন্তু এই ভাব বেশী দিন রহিল না। ইন্দ্র একবার রাগিয়া ত্বষ্টা ঋষির পুত্র বিশ্বরূপকে মারিয়া ফেলেন। ত্বষ্টা তাহাও সহ্য করিয়া রহিলেন, কিন্তু ঋষি তারপর যে একটা যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে ইন্দ্রকে আর নিমন্ত্রণ করিলেন না। ইন্দ্র যজ্ঞের লোভী ছিলেন। তিনি লুকাইয়া ত্বষ্টার যজ্ঞে বেশ আকণ্ঠ সোমরস পান করিয়া আসিলেন।

ত্বষ্টা ইহা জানিতে পারিয়া রাগ সামলাইতে পারিলেন না। তিনি ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য একটা মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞের শেষ আহুতি দেওয়ার সময় ঋষি প্রার্থনা করিলেন,—"আমার যেন একটি 'ইন্দ্র-ঘাতক' পুত্র হয়"। কিন্তু ত্বষ্টা ছিলেন কারিকর লোক, তাঁর উচ্চারণ তত শুদ্ধ ছিল না। ফলে তিনি যে ভাবে এই প্রার্থনাটি উচ্চারণ করিলেন তাহাতে "যে ইন্দ্রকে হত্যা করিবে," তাহা না বুঝাইয়া "ইন্দ্র যাহাকে হত্যা করিবে," ইহাই বুঝাইল। সুতরাং ফল উল্টা হইল, বৃত্রই ইন্দ্রের হাতে মারা পড়িলেন।

কিন্তু ঋষির যজ্ঞ—তা কি একবারে বিফল হইতে পারে! বৃত্রের পরাক্রম এত বেশী হইল যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যায়—দেবগণের মধ্যে এক সময়ে এই আশঙ্কা হইয়াছিল।

বৃত্রের শক্তি

বৃত্রের সৈন্য এত বেশী ছিল যে পৃথিবীটা সেই সৈন্যগণ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা ইন্দ্রের রাজ্যের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকটা একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। বৃত্রের রণতরীর সংখ্যাও কম ছিল না, তাহারা সিন্ধু-নদীর সাতটা শাখা জুড়িয়া বসিয়াছিল। ইন্দ্রের অধীন লোকদের সমস্ত জল-পথ তাহারা বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং দেবগণের অত্যন্ত জল-কষ্ট হইয়াছিল।

বৃত্রই এই যুদ্ধে আক্রমণকারী, সে ইন্দ্রকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রের রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইল।

বুকারাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়
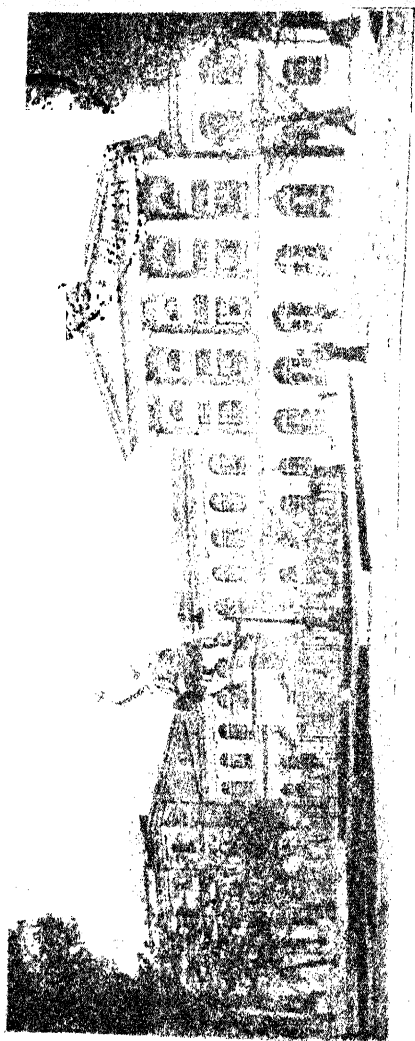
রুমানিয়া

রুমেনিয়া

রুমেনিয়া—দেশের অধিবাসীরা রুমেনিয়ান সাধারণ নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ইহারা লাটিনজাতির অন্তঃর্ভুক্ত—এবং ফরাসী, ইটালিয়ান্ এবং স্পেনিস্‌দের জ্ঞাতি। রুমেনিয়ান্‌রা বর্ত্তমান রুমেনিয়া প্রদেশ, ট্রানসিলভানিয়া, বাকোডিনা এবং বানাট একয়টি দেশ অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারির অন্তঃর্ভুক্ত আর বেসারবিয়া নামক প্রদেশটি রাশিয়া সাম্রাজ্যের অন্তঃর্গত। প্রাচীনকালে এ দেশ সমষ্টির নাম ছিল ডেশিয়া। সে সময়ে রণপ্রিয় একজাতি এদেশের অধিবাসী ছিলেন, তাহারা ডেশিয়ান্ নামে পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় এজাতি থ্রেসিয়ান্ জাতি হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছিল। খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে এই ডেশিয়ান্‌রা টিশ্‌জা, মিষ্টার এবং ডেন্যুয়েব নদীবেষ্টিত দেশ গুলিতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে রোলানদের সহিত ইহাদের বহুবার সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। সম্রাট্ ট্রাজানের নাম রুমানিয়ান

ইতিহাসের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ট্রাজান্ সে কালের রুমানিয়ার রাজা দেশিবানাশ্‌কে পরাজিত করিয়া রোম সাম্রাজ্যের অন্তঃর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। দেশিবানাশ্—রোমকদের নাম শুনিয়াই যে পরাজয় মানা, তাহা মানেন নাই, তিনি দুইবার দেশ রক্ষার জন্য রোম সম্রাট্ ট্রাজানের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজয় মানিয়াছিলেন। ডেশিয়ানদের পরাজয়ের গৌরব চিরস্থায়ী করিবার জন্য ট্রাজান্—রোমে যে স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন আজও তাহা রোমে বিদ্যমান আছে, তাহার গায়ে রোমক ও ডেশিয়ানদের যুদ্ধচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

ট্রাজান—ডেশিয়াকে রোমের অন্তঃর্গত করিয়া লইয়াছিলেন এবং রোমক সভ্যতা ও বিধি ব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ডেশিয়ানদের বহু লোক ক্ষয় হইয়াছিল—দেশ শ্মশান তুল্য হইয়াছিল, সম্রাট্ ট্রাজান সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য রোম সাম্রাজ্যের অন্তঃর্গত নানা দেশ হইতে ঔপনিবেশিকগণকে আনিয়া, তাহাদিগকে যায়গা জমি দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই নবাগত ঔপনিবেশিকগণ এ দেশে বাড়ীঘর তৈয়ারী করিয়া বাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডেশিয়ানদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধের পর ও বাঁচিয়াছিলেন তাহাদের পুত্র কন্যাগণের সহিত

বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে লাগিলেন, ঐরূপ বিবাহের ফলে --উপনিবেশিক রোমক ও ডেশিয়ানদের মিশ্রণে রুমে-নিয়ান্ জাতির উদ্ভব হইল। ঔপনিবেশিগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেশটি লোকজন পরি পূর্ণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, তখন উহার নাম হইল "ডেপিয়াফেলিক্স" বা বিধাতার আশীর্ব্বাদী দেশ। কিন্তু এদিকে ক্রমাগত নানা বর্ণের নানা জাতির আকস্মিক আক্রমণের দরুণ. রোম সম্রাটদের পক্ষে এদেশটি নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া রাখা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে গথ্ জাতি আসিয়া ডেশিয়া প্রদেশে উপনীত হইল। তখন ঔরিলিয়েনাস্ ছিলেন রোম সম্রাট্, তিনি ডেশিয়া রক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না, এবং রোমক কর্ম্মচারী ও সৈন্যদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন সঙ্গে সঙ্গে একদল ঔপনিবেশিকও ডেশিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিল, তবে অধিকাংশ উপনিবেশিকেরাই ডেশিয়াতে রহিয়া গেলেন। গথ্ জাতি চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ডেশিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। তার পর যেমন সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে তেমনি একে একে

হুন, জিগিদাই, আরব, স্লাবস্, বুলগেরিয়ানস্, হাঙ্গারিয়ানস্, পেট্ কেনেপস্ ও রুমানিয়ান্, তাতার প্রভৃতি জাতিরা এই দেশের বুকের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, কেহ কেহ দীর্ঘকাল বাসও করিয়াছেন।

সেই দূর অতীতের হাজার বৎসর পর্য্যন্ত এ সকল অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির অধীনে ডেশিয়ার অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না, কারণ সে সময়ের বেশ ধারাবাহিক ভাবে কোনও ইতিহাস নাই। আমরা দশম ও একাদশ শতাব্দী হইতে অনেকটা প্রকৃত ইতিহাস পাই। সে সময়ে রুমানিয়ার নানা বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে ছোট ছোট ডিউকডম্ বা জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ ছোট ছোট ডিউকডমগুলির কতক কতক হাঙ্গারিয়ানদের অধীনে গিয়াছিল। কারপেথিয়ান্ পাহাড়ের উত্তরাঞ্চলে স্থাপিত ডিউকডমগুলি হাঙ্গারিয়ান্রা জয় করিয়া লইয়াছিলেন, আর দক্ষিণপ্রদেশের ডিউকডমগুলির ও কোনকোনটি হাঙ্গারিয়ানদের প্রভুত্বটা কতক অংশে মানিয়া লইত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, এসব ডিউকডম্গুলি —যে সব রুমানিয়ার পশ্চিম দিকে কার্পাথিয়ান্ পাহাড় ও ডেন্যুয়েব নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল, সেগুলি

বাসারাস নামক বংশীয় ব্যক্তিরা একত্র করিয়া সমগ্র প্রদেশটির নাম দিয়াছিলেন—ওয়ালাচিয়া,

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশের অবশিষ্ট ডিউকডম-গুলিও ঐরূপ ভাবে সম্মিলিত হইয়াছিল। এখানকার একটী প্রদেশের নাম মোল্ডাভিয়া—বোগ্‌দান, মুশাতিন বংশীয় লোকেরা এই দেশটির এইরূপ নামাকরণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে—ঐ দুইটী প্রদেশের স্থষ্টি হইল, এই ভাবে যে জাতীয় জীবন গঠিত হইল, সেই দেশ-প্রীতির পবিত্র বহ্নি আজ পর্য্যন্তও সমান ভাবে জ্বলিতেছে, তাহা আর নির্ব্বাপিত হইবে না। তাহাদের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সূত্রের বিধানটা সুবিধা মত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রাজবংশীয়েরা কেহই বংশানুক্রমে রাজা হইতে পারেন না, দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও ধর্ম্মযাজকেরা কোন রাজার মৃত্যু হইলে—রাজবংশীয় কাহাকেও মনোনীত না করিলে—তিনি রাজা হইতে পারেন না। এই বিধানের দরুণ উত্তরাধিকারের গোলযোগে দেশে নানা সময় নানারূপ গোলযোগের উৎপত্তি হয় এবং ঐ সুযোগে হাঙ্গারিয়ানস্, পোলস্ এবং তুরস্কেরা আসিয়া নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি করে।

রুমানিয়ার—ওয়ালচিয়া প্রদেশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন—মিক্সিয়া—ইনি গ্রেট্ সংজ্ঞান্তঃর্ভুক্ত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সে সময়ে তুর্কীরা বল্‌কান উপদ্বীপ অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, মির্শিয়া—সার্বসদের সহিত তুর্কীর ভীষণ যুদ্ধ যখন কোসোভোর রণক্ষেত্রে চলিতেছিল, তখন সার্বদের সাহায্য করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুলতান বায়েজিদ্ মির্শিয়ার এই হট্‌কারিতার দরুণ তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ডেন্যুয়েব নদী অতিক্রম করিয়া রুমানিয়ার ঐ অঞ্চলটি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। মির্শিয়া কোনরূপেই হাল ছাড়িবার লোক ছিলেন না, তিনি তুর্কীর এই পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং ক্রাইয়োজ নামক স্থানে তুর্কীদিগকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর আরও কয়েকবার তুর্কীদের সহিত লড়াই চলিয়াছিল, পরিশেষে মির্শিয়া দেখিলেন যে রাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত না হইলে দেশের কোনরূপ উন্নতি করা সম্ভবপর নহে। এইরূপ দশদিক্ বিবেচনা করিয়া মির্শিয়া সুলতান মহম্মদের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিতে

স্থির হইল যে মির্শিয়া তুরস্কের প্রাধান্য মানিয়া লইবেন বার্ষিক একটা কর দিতে হইবে, শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপারে— রুমানিয়ানগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

এই ভাবে সন্ধি বন্ধনের পর রাজা আলেক্‌জেণ্ডার দিগ্রেট—তুর্কীদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে পোলাণ্ডের অধীনতা মানিয়া লইতে হইল। এইভাবে কিছুকাল কাটিয়া গেল, পরে ষ্টিফেন্ দিগ্রেট যখন রুমানিয়ার রাজা হইলেন, তখন রুমানিয়া একটী শক্তিশালী জাতীর পদবীতে উন্নীত হইল। ষ্টিফেন্ রাজা হইবার ঠিক্ চারি বৎসর পূর্ব্বে তুর্কীরা রোমকদিগকে পরাজিত করিয়া কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিয়াছিলেন। ষ্টিফেন্ রাজা হইয়াই কেমন করিয়া তুর্কীদিগকে পরাজিত করিবেন, তাহাই হইল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। বীরদর্পে তুর্কীদের অধিকৃত রুমানিয়ায় অপর একটী প্রদেশ ওয়ালাচিয়ায় উপস্থিত হইয়া ষ্টিফেন তুর্কীদিগকে সেখানে পরাজিত করিলেন। তুর্কীরা এই পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া সোল্‌দাড়িয়া আক্রমণ করিতে আসিল, তাহাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ, আর এদিকে ষ্টিফেনের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার, এই পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যদিগকে তিনি এমন

কৌশলের সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন যে তুর্কীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, এ হইতেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা। ষ্টিফেনের এই বিজয় গৌরবে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান রাজ্য সমূহ তাঁহাকে শত শত বার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এইবার তিনি ভেনিসের অধিপতি, পার্শিয়ার শাহা প্রভৃতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

তুর্কীরা ভবিষ্যতে তেমন ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারে, সেজন্যই ষ্টিফেন্ এইরূপ সন্ধি করিয়াছিলেন। তুর্কীদের ষ্টিফেনের উপর একটা জাতক্রোধ হইয়াছিল, পরের বৎসর তাহারা দুইলক্ষ সৈন্য লইয়া আসিয়া সোফদাভিয়া আক্রমণ করিল। ষ্টিফেন্ পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তুর্কীদের ও এতবেশী ক্ষতি হইয়াছিল যে তাহারা বাধ্য হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আবার সোফদাভিয়া তুর্কীদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। একদিকের বিপদ কাটাইয়া উঠিলে কি হইবে? আবার অন্যান্য শত্রুর সহিতও তাহার এ সময়ে লড়িতে হইয়াছিল। ষ্টিফেন্ চারিদিকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া শেষটায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। খৃষ্টান প্রতিবেশী হাঙ্গারি ও পেলাণ্ডের ব্যবহারে তিনি

বিস্মিত হইয়াছিলেন, এই দুই দেশের অধিবাসীরা প্রতি পদে পদে রুমানিয়ার স্বাধীনতা বিনাশ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্য তিনি মৃত্যু সময়ে তাঁহার পুত্র বোগ্‌দানকে বলিয়াছিলেন—"বাবা! তুমি তুর্কীদের বিশ্বাস করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিও, কিন্তু—পোলাণ্ড ও হাঙ্গারিকে বিশ্বাস করিও না।" বোগদান্ পিতার উপদেশানুযায়ী—১৫১৩ খৃঃ অঃ তুর্কীর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা, শাসন-সংস্কার এ সকল বিষয়ে তুর্কী রাজ সরকার কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না, তাহারা বাকি নির্দ্দিষ্ট করটা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুর্কীর সুলতান বলকান্ প্রদেশের ন্যায় রুমানিয়ার উপর পূর্ণভাবে প্রভুত্ব করিবার অভিলাষী হইলেন। এ সময়ে মাইকেল নামক একজন বীর পুরুষ ওয়ালাচিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রুমানিয়ার ইতিহাসে মাইকেল দি গ্রেট্ বা সাহসী মাইকেল নামে ইনি পরিচিত। মাইকেল মাত্র আটবৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বল্প কাল স্থায়ী রাজত্বের মধ্যে তিনি যে সাহসিকতা ও তেজ-

স্বিতা প্রদর্শন কারয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র ইউরোপীয় ইতিহাসেই তাঁহার নাম অক্ষয় ও অমর হইয়া রহিয়াছে। রাজা হইয়াই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল, তুরস্কের অধীনতার শিকলটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। প্রথমেই বুলগেরিয়া আক্রমণ করিয়া সেখানকার একদল তূর্কী সৈন্যকে পরাজিত করিলেন, এবং লুণ্ঠন করিতে ছাড়িলেন না। মাইকেলের এইরূপ বীরত্ব ও বিদ্রোহীভাব দেখিয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য ওয়ালচিয়া আক্রমণ করিতে একলক্ষ তুরস্ক সৈন্য সজ্জিত হইল প্রাচীন ও অভিজ্ঞ উজীর শিনান পাশা সেনাপতির পদে বরিত হইলেন ;—ওয়ালচিয়াকে টানিয়া সাগরের বুকে ফেলিয়া দিবার জন্য "আল্লা আল্লাহো" রবে দিগ্ দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুর্কী সৈন্য ওয়ালাচিয়া অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

মাইকেল মাত্র ষোল হাজার সৈন্য লইয়া কাখুগেরিনি নামক একটী স্থানে তাহাদের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই স্থানটি গিউরগিও এবং বুখারেষ্টের মধ্যস্থানে অবস্থিত। মাইকেল এই স্থানটি মনোনীত করিলেন এজন্য—যে চারিদিক বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী,—পর্ব্বতের মধ্যদিয়া অতি খড় সংকীর্ণ পথ, চারিদিকে জলাভূমি, এমন সংকীর্ণ পথ দিয়া অতবড় বিরাট

বীর মাইকেল।

রুমানিয়া।

বাহিনীর আগমন অসম্ভব। ১৫৯৫ খৃঃ অঃ আগষ্ট মাসের ১৩ই তারিখ দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল. ষোলহাজার সৈন্যের ভীম আক্রমণের নিকট তুর্কীরা দাঁড়াইতে পারিল না, পরাজিত হইল, স্বয়ং সেনাপতি শিনান পাশা কোনরূপে আপনার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। মাইকেল এইরূপে তুর্কী সৈন্যদিগকে বিপন্ন করিয়া পর্ব্বত রন্ধ্রপথ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নূতন সৈন্যদলের প্রতীক্ষায় একটী নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। শিনান্ বুখারেষ্ট অধিকার করিয়া অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সেখানেই থাকিয়া গেলেন।

ওদিকে মাইকেল—নূতন সৈন্য বল লইয়া শিনান পাশাকে ডেন্যুয়েব নদীর দিকে তাড়া করিয়া লইয়া গেলেন। গিউরগিউর নিকটবর্ত্তী ডেন্যুয়েব্ নদী পার হইবার সময় তুর্কীসৈন্যগণ বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৫৯৯ খৃঃ অঃ শিগিশ্ মাও বায়োরি—ইনি ট্রান্সিলভানিয়ার রাজা ছিলেন,—তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এণ্ড্র কেয়ারিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। মাইকেল ট্রান্সিলভানিয়া জয় করিবার এই সুযোগটুকু পাইয়া আর তাহা উপেক্ষা করিলেন না। তিনি কেয়ারিকে পরাজয় করিয়া

ট্রান্সিল-ভানিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন। মাইকেল এইবার বীরদর্পে দেশে ফিরিলেন, দেশবাসী তাঁহাদের বিজয়ী বীরকে সমাদরে অভিনন্দিত করিয়া লইল, পোলরা পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। এইরূপ বীরত্বের দ্বারা মাইকেল ওয়ালচিয়া, ট্রান্সিল-ভানিয়া এবং মোল্দাভিয়া এই তিনটি বিভিন্ন প্রদেশ একত্রিত করিয়া একটী রাজ্য গঠন করিলেন। এইভাবে তিনটি মিলিত রাজ্য এক রাজার শাসনাধীনে আসিল। এ মিলন অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ট্রান্সিল-ভানিয়ার হাঙ্গারিয়ান্ অধিবাসীরা বিদ্রোহ করিলে, মাইকেল শীঘ্রই কেবল যে ট্রানসিলভানিয়া ও মোলদাভিয়া হারাইলেন তাহা নহে, এমন কি তাহার নিজ সিংহাসন ওয়ালাচিয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

পোলেরা পূর্ব্ব প্রতিশোধ তুলিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। মাইকেল একা চারিদিকের শত্রুকে দমন করা অসম্ভব মনে করিয়া ভেনিসে গমন করিলেন এবং সম্রাট্ দ্বিতীয় রাডোল্‌ফএর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাডোল্‌ফ তাঁহাকে ট্রান্সিলভানিয়া প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা বা রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং তাঁহার সহিত জেনারেল বাস্তাকে সঙ্গে দিলেন।

ট্রান্সিলভানিয়া জয় করিবার যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য করিতে। ট্রান্সিলভানিয়া জয় সম্পূর্ণ হইলে পর—তুর্দাত নামক স্থানের একটী শিবিরে—বিপক্ষের প্রেরিত গুপ্ত ঘাতকের হাতে মাইকেল তাঁহার প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

১৬৮৩ খৃঃ অঃ তুর্কীরা যখন অষ্ট্রিয়াও রুশের মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হইল, তখন রুমানিয়ানরা ইহাদের সাহায্যে তুর্কীদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশা করিয়াছিলেন। ১৭১১ খৃঃ অঃ মোলদাডিয়ার প্রিন্স বা রাজা দেমিত্রিয়াশ্ কাণ্টেমির রুশিয়ার সম্রাট্ পিটার দি গ্রেটের সহিত একটা সন্ধি করেন, সেই সন্ধিবলে মোলদাডিয়া রুশিয়ার করদ রাজ্যরূপে গৃহীত হইল, আর স্থির হইল যে কাণ্টেমীর বংশীয়েরা বংশপরম্পরাক্রমে মোলদাভিয়ার রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ওয়ালাচিয়ার প্রিন্স কনষ্টেণ্টাইন ব্রাক্রোডাম্ও গোপনে জারের সহিত এইরূপ সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এইবারকার যুদ্ধে রুশিয়া তুর্কীর নিকট পরাজিত হইল। এই পরাজয়ের পর উভয় রাজ্যেই পূর্ব্বসন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া নূতনভাবে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা হইল।

১৮২১খ্রীঃ অঃ রুমানিয়ানরা—টিউডোর ভ্লাদি নামক

রুমানিয়া রাজ্যের এইরূপ স্বাধীন ব্যবস্থার জন্য কোন শক্তিই কোনরূপ বাধা দিলেন না। এদিকে কুজা রাজা হইয়াই খাম্‌খেয়ালি ভাবে রাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন। এজন্য রাজার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল, অবশেষে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একদিন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া নৃপতিকে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এখন শূন্য সিংহাসনে অপর এক জনকে রাজা করিবার পরামর্শ চলিল এবং সকলে একমত হইয়া হোহেন্ জোলার্ন—সিগ মারিন জেনের রাজা চার্লসকে রুমানিয়ার সিংহাসনে বসাইলেন। ১৮৭০ খৃঃ অঃ যখন ফরাসী ও প্রাসিয়ার যুদ্ধ হয়, সে সময়ে রুমানিয়ান্‌রা সর্ব্বান্তঃকরণে ফরাসার পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ ফরাসী জাতি বরাবরই তাহাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন। জার্মেন রাজবংশের ও জার্মেন জাতির বিরুদ্ধে এ সময়ে রুমানিয়ানরা নানা ভাবে নানা কথা প্রচার করিতেছিলেন। চার্লস এসকল কারণে রুমানিয়ার সিংহাসন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতা লাম্‌বার কাটারগিউ—চার্লসকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চারিদিকের অশান্তি ও উত্তেজনার হ্রাস করেন। এইবার চার্লস প্রাসিয়ার রণ-

পদ্ধতির অনুকরণে একদল রুমানিয়ান্ সৈন্যদল গঠন করেন।

১৮৬৬ খৃঃ অঃ হইতে রুমানিয়া তুর্কীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ যখন রুশ ও তুর্কীর যুদ্ধ হয়, সেসময়ে রাজা চাল'স্ নিজে সেনাপতির দায়িত্বপূর্ণ পদ লইয়া একদল রুশ ও রুমানিয়ান্ সৈন্য লইয়া ডেন্যুয়েব নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্লেভ্না পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তরুণ-নবশিক্ষিত রুমানিয়ান্ সৈন্যগণ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এজন্য প্রিন্স চার্ল'সের বিশেষ গৌরবের কারণ আছে বলিতে হইবে।

১৮৭৮ খৃঃ অঃ বার্লিনে যে সন্ধি বৈঠক হইল, তাহাতে রুমানিয়া স্বাধীন রাজ্য বলিয়া গৃহীত হইল বটে কিন্তু তাহার বেয়ারবিয়া নামক প্রদেশটি রুশকে ছাড়িয়া দিতে লইল। রুমানিয়া ঐ প্রদেশটির পরিবর্ত্তে দোব্রদেশ নামক একটী প্রদেশ পাইলেন। ঐ প্রদেশটি ডেন্যুয়েব ও জল সাগরের মধ্যে অবস্থিত। ১৮৮১ খৃঃ অঃ রুমানিয়া একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিচিত হইল, এবং প্রিন্স চার্ল'স রাজ পদে অভিষিক্ত হইল। প্লেভনার রণ ক্ষেত্রে তুর্কীদের যে সকল কামান অধিকার

করিয়াছিলেন, সে সকলের দ্বারা একটী লৌহমুকুট নির্ম্মাণ করিয়া সাদরে পরিয়াছিলেন। রুমানিয়ান্‌রা রুশিয়াকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না—বেসায়াবিয়া প্রদেশটীর সম্বন্ধে তাহার স্বার্থপরতাই রুমানিয়ার প্রাণে বাজিয়াছিল, কাজেই ১৮৯৮ খৃঃ অঃ জার্ম্মেনি অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারি এবং ইটালি এই তিনটি জাতির মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল রুমানিয়া সে সময়ে ঐ তিন শক্তির সহিত মিলিত হইয়াছিল। তখন বলকান্‌ যুদ্ধের সময় রুমেনিয়া নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বার যখন সে দেখিল যে আবার সীমা লইয়া তাহার দাবি উপেক্ষিত হইতেছে, তখন রুমানিয়া যুদ্ধে যোগদান করিয়া বুলগেরিয়ার নিকট হইতে একটি ক্ষুদ্র দেশ লাভ করিল। ১৯১৪ খৃঃ অঃ রাজা চার্লসের মৃত্যু হইয়াছে। চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাইপো রাজা ফার্দ্দিনান্দ রুমানিয়ার রাজা হইয়াছিল। ১৮৯৩ খৃঃ অঃ রাজা ফার্দ্দিনান্দ ইংলণ্ডের মৃতরাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার এক পৌত্রী প্রিন্সেস মেরী অব্‌ এডিনবর্গকে বিবাহ করিয়াছেন।

রাজা ফার্দ্দিনান্দ ১ম

(রুমানিয়া)

পোল্যাণ্ড

পোল্যাণ্ড
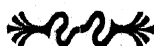
প্রথম অধ্যায়

বর্ত্তমানযুগে ইউরোপের প্রায় সকল দেশই কি ছোট, কি বড়, স্বাধীনতার পুণ্য-মন্ত্রের উপাসক। কেহই পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ নাই, শুধু দুই একটী হত-ভাগ্য দেশ, যেমন আয়র্লেণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি এখনও পরাধীনভাবে দিন কাটাইতেছে।

পোল্যাণ্ড দেশটি ছোট। এদেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ 'পোলস্' নামে পরিচিত। পোল্যাণ্ড দেশের সীমা প্রাকৃতিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট নহে, দক্ষিণে একমাত্র কারপেথিয়ান্ পাহাড় ব্যতীত অপর কোনও ঐরূপ প্রাকৃতিক সীমা বন্ধন নাই। এক দিকে অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারি, একদিকে প্রাসিয়া বা বর্ত্তমান জার্ম্মেণী, আর একদিকে রাশিয়া। এইরূপ চারিদিকের প্রবল শক্তিশালী দেশ ও জাতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এই ছোট দেশটি অবস্থিত।

পোলস্‌জাতি পশ্চিম ইউরোপীয় স্লাব্‌জাতির একটী শাখা। জার্মেন্‌রা যেমন দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্‌ হইতে আসিয়াছিল, তেমনি এই স্লাবজাতি পশ্চিম দিক্‌ হইতে আসিয়া ভিস্‌টুলা, ওডার এবং এলব্‌ প্রভৃতি নদীর তীর-বর্ত্তী দেশে প্রাচীনকালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পোল্যাণ্ডের ইতিহাসের প্রথমযুগ জার্মেন জাতির সহিত কলহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। জার্মানরা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, তেমনি পোল্‌সদের ও আত্মরক্ষার জন্য নিজের বাস্তুভিটা বজায় রাখিবার জন্য লড়াই করিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে যেমন বোহিমিয়া, হাঙ্গারি, পমিরিয়ান্‌স্‌ লিথুয়ানিয়ানস্‌ এসব নানাদেশের নানা জাতির সহিত ও লড়িতে হইয়াছিল।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের উপর যেমন প্রাচীন কালের গ্রীক্‌ বা রোমীয় সভ্যতার ছাপ পড়িয়াছিল, ঐ সব উন্নত দেশের আদর্শানুকরণে তাহারা যেমন অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা, যুদ্ধবিদ্যা এবং সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল, পোল্যাণ্ডের উপর তেমন কোনও প্রাচীন কালের সুসভ্য দেশের প্রভাব পড়ে নাই, কাজেই পোল্যাণ্ড, কোনদিক দিয়াই জাতীয়তার হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই

ছোট দেশটির মধ্যে নানা জাতি ও সম্প্রদায় ও উচ্চ নীচ ভেদাভেদটা বেশ ভীষণ ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পোল্যাণ্ডের ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় সি্কৃইমেভ্ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যায়না। সি্কৃইমেভের ছেলে বোলাসে্ব্ই পোল্যাণ্ডের আদি যুগের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। এজন্য তাঁহার নাম বোলসে্ব্ দি গ্রেট্ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি দীর্ঘ ষোল বৎসর কাল নানাজাতির সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয় গৌরবে ভূষিত হইয়াছিলেন। কোন যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নাই।—বোল্সে্বই দেশের সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া অভিষিক্ত নৃপতিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। পোলিস রাজ্যের তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তাঁর বংশধরেরা অনেকেই পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বংশের মুখোজ্জ্বলকারী বলিয়া পরিচিত হইবার মত শুধু তৃতীয় বোল্সে্ব হইয়াছিলেন। তৃতীয় বোলসে্ব্—পোমারেনিয়া দেশটি জয় করিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর—পোল্যাণ্ড রাজ্যটি ছেলেদের মধ্যে বিভক্ত

হইয়া পড়িল। ফলে বিচ্ছেদ, শক্তি হ্রাস এবং অশান্তির সৃষ্টি হইল। পোল্যাণ্ডের অন্তঃর্ভুক্ত ছোট ছোট দেশগুলি যেমন গ্রেট্ পোল্যাণ্ড, সাইলেশিয়া, মেজোভিয়া রাজ পরিবারের নানাজনের হাতে যাইয়া পড়িল। কিন্তু এদিকে—খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব ও বিস্তার লাভ করিল। একদল খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজক এযুগে পোল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন ইতিহাস, কিংবদন্তী এ সকলও সংগ্রহ করিয়া পোল্যাণ্ডের প্রকৃত ইতিবৃত্ত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। একজন ঐতিহাসিকের নাম মার্টিন গালাম্। ইনি ল্যাটিন্ ভাষায় পোল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। এদিকে প্রাসিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, জার্ম্মান জাতি পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী স্লাব দিগকে পরাজিত ও আপনাদের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিল।

এ সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মসঙ্ঘ ভিস্চুলা নদীর মোহনায় কয়েকটি মঠ স্থাপন করিয়া অসভ্য প্রাসিয়ান দিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপ্রচারের অভিনয় একটা রাজনৈতিক কৌশল মাত্র, প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বাল্টিক সমুদ্রের পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী

গোটা দেশটার মধ্যে জার্মেনীর সভ্যতা প্রচার। যে দুর্ব্বল যে ছোট তাহাকে সকলেই চাহে দমন করিতে, সকলেই চাহে আপনার আয়ত্তাধীনে টানিয়া আনিতে। প্রাসিয়ার লক্ষ্য ও তাহাই ছিল।

১২৪১ খৃঃ অঃ তাতারেরা প্রবলবেগে রাসিয়ার কতিপয় প্রধান প্রধান দেশ ধ্বংস করিয়া একেবারে পোল্যাণ্ডের উপর আসিয়া পড়িল। পোল্যাণ্ড একেবারে শ্মশানে পরিণত হইল। জনমানবহীন শ্মশানের মত দেশের অবস্থা দাঁড়াইল।

পোল্যাণ্ডের এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশার সময় শত্রু জার্মান হইল আপনার। অর্থাৎ—দেশে লোক নাই-অকর্ষিত ভূমি পড়িয়াছে, গ্রামে বাড়ী ঘর নাই, এই দুর্দ্দশার দিনে যে জার্মানরা শত্রু ছিল তাহারা শত্রুতা ভুলিয়া সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া দলে দলে নিম্ন সাইলেশিয়া প্রদেশে আসিয়া ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বসবাস আরম্ভ করিল। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে ই উহা জার্মেন অধিবাসীদের বাস ভূমিতে পরিণত হইল। পোল্‌সদের নাম গন্ধও রহিল না। জার্মেন চাষারা-এদেশে আসিয়া প্রথমেই জমিদারের সহিত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া লাঙ্গল বসাইয়াছিল। জমিদারদের অবস্থা

জমিতে প্রজা পত্তনে না থাকিলে কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার, কাজেই যাহাতে তাহাদের পতিত জমিগুলি চাষ হয়, গ্রাম গুলিতে লোক জন আসিয়া বসবাস করে, সেজন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, এমন অবস্থায় জার্মেনরা যেমন আসিল, অমনি পোলিস্ জমিদারেরা তাহাদিগকে সুবিধা জনক সর্ত্তে জমির বন্দোবস্ত দিলেন। ফলে পোল্যাণ্ডে একটী জার্মেন উপনিবেশ স্থাপিত হইল।

জার্মেন কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে পোল কৃষকদের চেয়ে সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মানুষ যদি কোন উচ্চ আদর্শ দেখিতে পায় তাহা হইলে আপনা হইতেই উহার অনুকরণ ও অনুসরণ করে। পোল কৃষকেরা জার্মেনদের উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। ফলে পোল কৃষকেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষি সম্পর্কে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। তাহারা উন্নত-তর প্রণালীর কৃষিকার্য্যের অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হইতে লাগিলেন। জার্মেন কৃষকেরা জমির মাপ এবং সর্ব্ববিষয়েই স্বরাজের বন্দোবস্তটা করিয়া লইয়াছিলেন। পোল্‌কৃষকেরা দেশের লোক, বিদেশী শত্রু যে সুখ সুবিধা পাইবে, দেশের লোক হইয়া তাহারা

তাহাতে বঞ্চিত হইবে কেন? কাজেই পূর্ব্বে কৃষকেরা যে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত ছিল, জার্মেন কৃষকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সেই স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপনাদের অবস্থা সন্তোষজনক রূপে উন্নত করিল।

এদিকে জার্মেনরা এইরূপ সুখ সুবিধা লাভ করিয়া দলে দলে পোল্যাণ্ডে বাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। পাড়াগাঁয়েই যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল তাহা নহে, জার্মেনরা অনেকে সহরে আসিয়াও বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। এখানেও তাহারা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিল। এই স্বায়ত্তশাসন বিধি বহুযুগ পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিয়া জার্মেন ও তাহাদের সংস্পর্শে নীত পোল্সরা ব্যক্তি-গত ও সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। শত্রুই এখন পোলদের মিত্র হইল। পোল জাতির ভীষণ শত্রু ছিল জার্মেনী, সেই জার্মেনীর সংস্পর্শে আসিয়াই তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথম শিক্ষা লাভ করিল। অনেক ইহুদীরাও পোল্যাণ্ডে আসিয়া একটা বিধি গঠন করাইয়া লইয়া পোল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল। সেই ভাবে ১২৬৪ খৃঃ অঃ তাহারা যে বিধি ব্যবস্থা গড়িয়াছিলেন,

আজও তাহা ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত থাকিয়া তাহাদের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা প্রদান করিতেছে। এই ভাবে জার্মেনরা কৌশলে সাইলেশিয়া প্রদেশটি আপনাদের আয়ত্ত করিয়া লইল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল এই ভাবে বিনাযুদ্ধে কৌশল ক্রমে আরও একটী একটী করিয়া দেশের পর দেশ অধিকার করিয়া বসে, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। কয়েক বৎসর পরে প্রাসিয়া জার্মেন সাম্রাজ্যের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া গেল পোল্যাণ্ডে স্বতন্ত্র রহিল।

পোল—জমিদার এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা নানারূপ অবস্থান্তরের পর দেশের কথা যখন একটু বেশ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার দেখিতে পাইলেন। পোল্যাণ্ড যদি আপনাদের স্বত্ব, আপনাদের স্বার্থ এবং আপনাদের জাতীয়তা বজায় রাখিবার জন্য মনোযোগী না হন, তাহা হইলে যে সর্ব্বনাশ! যে দিন সমভাবে এই অভাব ও অভিযোগের বাণী গভীর ভাবে তাহাদের প্রাণে আঘাত করিল, তখনই চারিদিক্ হইতে একটা জাগরণের বিদ্যুৎ স্ফূরণ স্ফুরিত হইল। তাহারা বুঝিলেন যে একতা ব্যতীত তাহাদের কোনদিক্ দিয়াই আর কোন

আশা নাই। জমিদারেরা সকলে একতাবদ্ধ হইলেন,—হইলনা শুধু মেজেভিয়া প্রদেশের লোকেরা। মিলিত প্রধান ব্যক্তিদের নেতা হইলেন—ভ্লেডিস্লেভ্। ভ্লেডি-স্লেভের নেতৃত্বে সমুদয় পোল্যাণ্ড এক হইয়া গেল। ভ্লেডি-স্লেভ্ প্রকৃত বীর পুরুষ ছিলেন, তিনি অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়া-ছিলেন।

ভ্লেডিস্লেভের মৃত্যুর পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার ছেলে কাশিমির্—রাজা হইলেন। পোলিস্ রাজাগণের মধ্যে কাশিমির ছিলেন একজন প্রধান রাজা। রাজনৈতিক হিসাবে তিনি একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পোল্যাণ্ডকে ইউরোপের অন্যান্য রাজ শক্তির সমতুল্য করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। নানা দেশের রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া পোল্যাণ্ড সাহস বা শক্তির সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া সন্ধি-সূত্রে আনিতে বাধ্য করিয়া ইউরোপে পোল্যাণ্ডকে অন্যান্য রাজশক্তির সমকক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এ সময়ে পোল দেশ বহু ভদ্র সম্প্রদায় এবং ক্ষমতা শালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল—কৃষক সম্প্রদায় এবং

মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ও বেশ উন্নত ও জাগ্রত ছিল। রাজশক্তি কিন্তু সর্ব্বতোভাবে রাজা এবং মন্ত্রী সভার হাতে ন্যস্ত ছিল। কাশিমির রাজার প্রজাবাৎসল্য প্রশংসনীয়। ইউরোপের সর্ব্বত্রই কি একালে কি সেকালে চিরদিনই ইহুদী জাতি অভিশপ্ত, তাহারা কোথাও সদ্‌ব্যবহার প্রাপ্ত হয় না। কাশিমির, সেই চিরদিনকার প্রথাটা বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ইহুদীদের প্রতি অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করিয়াছেন, রাজা যেমন হন, অনেক সময়ে প্রজারাও সেইভাবে গড়িয়া উঠে, রাজা যদি —জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রজাপালনে মনোযোগী হন. তাহা হইলে প্রজারাও আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যদিই বা কোনরূপ দ্বেষ বিদ্বেষের ভাব থাকে তাহা বিস্মৃত হইয়া থাকেন। পোলিস্‌রা—অনেকেই ইহুদীদিগকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না, কিন্তু—রাজ শক্তির কাছে প্রজা মাত্রেরই মাথা নোয়াইতে হয় এজন্য প্রজারাও কোন্ দিক্ দিয়া কোন ভাবেই ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। পূর্ব্বের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার সংস্কার করাও তিনি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। কারণ দেশ, কাল পাত্রানুযায়ী আইন কানুন গঠন না করিলে, কেবল প্রাচীনকে ধরিয়া চলিলে যে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়,

ইহা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া তিনি দেশের প্রাচীন আইন কানুন সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত নবীন বিধি ব্যবস্থা সংযোজিত করিলেন। নবীন জাতি ও সম্প্রদায়ের সহিত প্রাচীন অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য বিধানও করিলেন।

আর একটা বিষয়ে কাশিমিরের দৃষ্টি পড়িল সে হইতেছে শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত—দেশানুরাগ, ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের উন্নতি এবং জাতীয়তার বিকাশ হয় না, কৃষির উন্নতি হয় না, একতা জাগে না—এসব নানা কথাই তাহার মনে জাগিল। তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৩৬৪ খৃঃ অঃ ক্রাকৌ সহরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। পোসেন্ নগরে যখন পরবর্ত্তী যুগে পোল্যাণ্ডের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ও পোসেনেই চলিয়া আসিল। পোসেন এখন পোল্যাণ্ডের রাজধানী, প্রসিদ্ধ বন্দর এবং পূর্ব্বদেশে আসিবার একটী পথ। ব্যবসা বাণিজ্যের দিক্ দিয়া ইউরোপের মধ্যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া সুবিখ্যাত। রাজ্যের নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি একে একে প্রশমিত করিয়া—পোল্যাণ্ড রাজ্য বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিমে অনেক দূর পর্য্যন্ত রাজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার বীরত্ব

প্রভাবে একে একে ইউরোপের অনেক শক্তিই কাশি-মিরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছিলেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে মস্কো, তুর্কী এবং ক্রিমিয়ার অধিবাসী তাতারদের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। কাশিমির লেমবার্গ প্রদেশ পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। কাশিমির রাজ্য বিস্তার, বিধিসংগঠন, শিক্ষা বিধান সব দিক্ দিয়াই পোল্যাণ্ড দেশের নবজীবন দাতা।

কাশিমিরের মৃত্যুর পর-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লুই অব্ হাঙ্গারি, রাজা হইলেন। তিনি দেশের জমিদারের কল্যাণজনক একটী আইন প্রচার করিয়াছিলেন, সে আইনের বলে তাঁহারা কর বৃদ্ধির দায় হইতে উদ্ধার পাইলেন। ইহাতে জমিদার সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। লুইর পরে তাঁহার কন্যা যাদ ভিগা পোল্যাণ্ডে রাণী হইলেন। লুইর, এই বিশেষ সুযোগ ও সুবিধাটা পোলিশ ম্যাগনাকার্টা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যাদ্ ভিগা বিবাহ করিলেন লিথুয়ানিয়ার ডিউককে। এই মিলনের ফলে লিথুয়ানিয়া প্রদেশও পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইল। লিথুয়ানিয়ার পূর্ব্ব প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল এবং ধীরে ধীরে পোল্যাণ্ডের প্রভাবে আসিয়া পড়িয়া

যুক্তরাজ্য হইল। সেলী যাদ্‌ভিগার স্বামীর নাম ছিল যাগিয়েলো। ইঁহাদের পুত্রের নাম চতুর্থ কাশিমির। যাগিয়েলোয়ের মৃত্যুর পর চতুর্থ কাশিমির পোল্যাণ্ডের রাজা হইলেন।

চতুর্থ কাশিমির বেশ বিচক্ষণ রাজনৈতিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজা হইয়া দেখিলেন যে তিনি নামে মাত্র রাজা। দেশ শাসক একশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত জমিদার বা সর্দ্দারদের পরামর্শানুযায়ী হইতেছে। এইরূপ রাজত্বটা তাঁহার ভাল লাগিল না। রাজা হইয়া নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিবেনা এইরূপ ভাবটা তাঁহার একেবারেই ভাল লাগিলনা। তিনি জনসাধারণেকে আপনার দলে টানিয়া আনিয়া এই অন্যায় শক্তিটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ফলে কৃতকার্য্য হইলেন এবং নূতন বিধি অনুযায়ী পার্লিয়ামেণ্ট সভার ন্যায় সভার সৃষ্টি হইল। রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং প্রজা সাধারণের ব্যবস্থাপক সভা দুইটীর পরস্পরের আন্দোলন ও আলোচনার দ্বারা রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা হইল। সাম্যনীতির ইহাই প্রথম বিকাশ।

ষোড়শশতাব্দীর প্রথম ভাগে জিগমণ্ড নামক একজন নৃপতি পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিলেন। তোমাদিগকে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মেজোভিয়ার 'ডাকি' মানে জমিদার স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, জিগমণ্ড্ মেজোভিয়া পোল্যাণ্ডের অন্তঃভুক্ত করিলেন। এ সময়ে পোল্যাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ করিয়া খ্যাতিমান্ হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে মানবতার দিক্ দিয়া পোল্যাণ্ড গর্ব্বের সহিত মাথা তুলিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও বিশ্বজনীন প্রেমের অভ্যুদয়ে এযুগ হইতেই প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রাকো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কোপার্নিকাস এসময়ে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পার্কিত গ্রন্থ রচণা করিয়া শিক্ষাজগতে এক গভীর আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোপার্নিকাশের নাম আজ পর্য্যন্ত অমর হইয়া আছে। জিগমণ্ডোর মস্কোর লড়াই এবং তাতারদের সহিত লড়াই করিতে হইয়াছিল। তিনি দেশকে তাতার, রুশীয় এবং এসিয়ান্ শত্রুদের হাত হইতে নিরাপদ করিবার জন্য চারিদিকে দুর্গবাড়ী গড়িয়াছিলেন। তাঁহার ছেলে দ্বিতীয় জিগমণ্ডোর সময়ও রাজ্যে অনেক নূতন সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগটা পোলিশ সভ্যতার সুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। এযুগে অনেক বড় কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কোকনো ভস্কি, রোন্সার্ড প্রভৃতির

নাম বর্ত্তমান যুগের বিদ্বৎসমাজেও সুপরিচিত। এ সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান গোলযোগ রুশীয়ার রাজা আইভানের সহিত পোলিসদের লড়াই। শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং সর্ব্বতোভাব দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য লিপুয়ে নিয়া, লাবকিন্ প্রভৃতি মিলিত হইয়া পার্লা-মেণ্ট সভার সৃষ্টি হইল। জনসাধারণের রাজ্যশাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিল এবং সবদিকেই সুবিধার জন্য—ওয়ায়ন ও গ্রোদ্‌নো প্রভৃতি স্থানে ক্রমান্বয়ে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্রেইন প্রদেশও এ সময়ে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। যে ভাবে পোল্যাণ্ডের উন্নতি দ্রুতভাবে অগ্র-সর হইতেছিল, এ সময়ে তাহার একটা বাধা পড়িয়া গেল। বাধা পড়িল—রাজবংশের লুপ্ত হওয়ায়। কাশি-মির রাজার বংশধারা যেরূপ অপ্রতিহত ভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, যেভাবে তাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহাতে যদি এইরূপ মৃত্যু আসিয়া হানা না দিত তাহা হইলে পোল্যাণ্ডের অনেক বিষয়েই উন্নতি হইত, কিন্তু তাহাত হইল না! অনেক সংস্কার ও বিধান অসম্পূর্ণ রাখিয়া এবংশের শেষ রাজা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পোলাণ্ডের আকাশে এইবার মেঘ দেখা দিল। সেই মেঘ দূর করিবার মত শক্তি সামর্থ্য পোলিশদের ছিল না, ফলে পড়োহাওয়ায় প্রমত্তবেগে পোল্যাণ্ডের পতন হইল।

রাজবংশ বিলুপ্ত হওয়ায় বংশপরস্পরাগত ভাবে রাজা হইবার পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন মনোনয়ন দ্বারা রাজা নির্ব্বাচণের ব্যবস্থা হইল। একে একে হেল্‌রিনামে একজন হাঙ্গারি দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তাঁহার পরে বেট্‌রী নামক আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজা হইয়া ছিলেন। এসময়টা পোল্যাণ্ডের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে। দেশের যাহারা ধনী সম্প্রদায় তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিলেন, সর্ব্বসাধারণের সুখ সুবিধা বিলুপ্ত হইয়া গেল। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক বিভ্রাট দেশে দেখা দিল। ব্যবসা বাণিজ্যের যে পসার ও প্রতিপত্তি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের শাসন-শৃঙ্খলার সহিত আরম্ভ হইয়াছিল তাহা লোপ পাইয়াছিল, তারপর তুর্কীরা পূর্ব্বদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের যে পথটা ছিল সে পথটাও বন্ধ করিয়া দিল। ইহাতে সাধারণের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু জার্মেনীর সহিত ব্যবসায় করিয়া অর্থশালী সম্প্রদায় প্রচুর ধন সম্পদ লাভ করিলেন, কৃষকদের কোনও উন্নতি হইল না, তাহাদের দুর্দ্দশার এক শেষ হইল, তাহারা দলে

দলে ক্রীতদাসরূপে পরিগণিত হইল। এদিকে রাজাও শক্তিশালী ধনী সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিলেন কারণ তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকা সে সময়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথম কথা ধনী ও জমিদার সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশী, তাহাদের জনবল, অর্থবল এবং একতার অসদ্ভাব ছিল না, তাহারাই একরূপ রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। এ রূপ স্থলে তাহা-দিগকে উপেক্ষা করিয়া চলা কোন দিক্ দিয়াই সম্ভবপর ছিল না। এসময়ে স্বাধীন ধনী সম্প্রদায়, অল্পসংখ্যক বাণিজ্য ব্যবসায়ী, আর একটী নব দাস সম্প্রদায়।

বেটরী যে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে পাঁচটা বৎসর তাঁহার কেবল যুদ্ধ বিগ্রহেই লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। রুমাজাতির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ হইতেছিল। পলিস রাজ্য এখন বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এযুগে পোল্যাণ্ডে একজন রণদক্ষ ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার প্রভাবে নিরীহ পোল্যাণ্ডবাসী রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

রাজা বেটরির মৃত্যুর পর জিগ্‌মাণ্ট্‌ ভাসা নামক এক ব্যক্তি রাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি ক্যাথলিক মতাবলম্বী খ্রীষ্টাণ ছিলেন। ফলে পোলিশ

দিগের অধিকাংশ ব্যক্তি এসময়ে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুইডেনের রাজ সিংহাসনের উপর পোলিস রাজার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির একটা সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, জিগমাণ্ট ইহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্যাথলিক মত প্রচার করিবার জন্য তিনি প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

এ সময়ে রাশিয়ানদের সহিতও যুদ্ধ চলিতেছিল। পোলকাইভস্কি নামক রণনিপুণ সেনাপতি রাশিয়াদিগকে পরাজিত করিয়া মস্কৌনগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাজার ছেলেকে সেখানে মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউক এই উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া অভিষিক্তও করা হইয়াছিল। কিন্তু 'মিস্' মানে রাজ্যশাসনের পরামর্শদাতা ধনী সম্প্রদায় এই বিজয় গৌরবের সম্মানটাকে বিশেষভাবে গ্রহণ না করায় এবং যুদ্ধের ব্যয় বাবদ অর্থ মঞ্জুর না করায় আর বিজয় গৌরব চলিল না। ঐখানেই শেষ হইয়া রহিল।

এ সময়ে তুরস্ক এবং সুইডেনের সহিতও দুইটী যুদ্ধ হইয়াছিল, এই দুই যুদ্ধেই পোলকাইভস্কি বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।

একদিকে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহে ক্রমাগত বিজয় লাভ

করিয়া পোল্যাণ্ডের গৌরব গরিমা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তেমনি আবার ধর্ম্মের কলহে পোল্যাণ্ডবাসীরা একদিকে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিলেন, সে হইতেছে জ্ঞান গরিমার কথা। এযুগে শিক্ষা সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন ছিলেন, কেহই শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনরূপেই খেয়াল করেন নাই। প্রথম বিদেশী প্রবল শক্তিশালী জাতির সহিত যুদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের অহেতুকী দ্বন্দ্ব, এই দোটানায় পড়িয়া—কেহই শিক্ষা বিস্তারের জন্য মনোযোগী হন নাই। এ সময়ে—প্রাসিয়া ব্রেণ্ডেনবার্গ অর্থাৎ জার্ম্মেণীর সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল। ইতিহাসে এই জিগমাণ্ট—তৃতীয় জিগমাণ্ট নামে পরিচিত ছিলেন।

তৃতীয় জিগমণ্টের পর—তাঁহার ছেলে চতুর্থ ভোভি-সোব্ নামে পরিচিত হইয়া রাজা হইলেন। এ সময়ে চারিদিক্ দিয়া নানা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের গোঁড়ামির দরুণ কশাকেরা বিদ্রোহী হইল। একদিকে ধর্ম্মের গোড়ামি, দ্বিতীয়তঃ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্যায় অত্যাচারই তাহাদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রিমিয়ার অধিবাসী তাতারদের সহিত মিলিত হইয়া কশাকেরা পোল্যাণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকটা একেবারে শ্মশান করিয়া ফেলিয়াছিল। এই যুদ্ধ ছয় বৎসর চলিয়া-

ছিল। এদিকে সুইড, রাসিয়ান্ ইহারাও চারিদিক হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ফলে ওয়ারান ক্রাকো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরী সমূহ সুইড্‌সরা অধিকার করিল। রাসিয়ার কশাক্‌গণ লার্কলিন্ প্রভৃতি পোলিস অধিকৃত প্রাশিয়া দখল করিয়া লইল। এইরূপ তুমুল বিভীষিকার মধ্যে পোল্যাণ্ডের যে কি ভীষণ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। অনেক অশান্তি, যুদ্ধ ও ত্যাগের দ্বারা অবশেষে পোলিসরা সুইডেনের সহিত সন্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর তুরস্কের সহিত যুদ্ধ বাধে। অষ্ট্রিয়াও সুযোগ বুঝিয়া পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এ সময়ে সৌভাগ্যক্রমে পোল্যাণ্ডের সেনাপতি ছিলেন—জন সোভিস্কি। ইনি অসাধারণ সাহস ও রণ-দক্ষতা গুণে তুর্কীদিগকে পরাজিত করেন এবং অষ্ট্রিয়ার ভায়েনা নগর যাইয়া অধিকার করিয়া বসেন। এ সময়ে যদি পোল্যাণ্ডে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় রাজশক্তি প্রবল হইত, তাহা হইলে পোল্যাণ্ড এইরূপ রণ নিপুণ সেনাপতির সহায়তায় সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিত।

প্রাসিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি সব দেশই বেশ নবীন ভাবে, নবীন বিধি ব্যবস্থায় গড়িয়া উঠিতেছিল। এ সময়ে

রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট অসাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা এবং রণ নিপুনতা গুণে রাশিয়া সাম্রাজ্য নবীন ভাবে আদর্শ রাজ্যরূপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পোল্যাণ্ডের এ সময়ে সর্বদিক দিয়াই অবস্থা অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল —কারণ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিতে করিতে পোল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা যেমন শোচনীয় হইয়াছিল, তেমনি কি সৈন্য সম্প্রদায়, কি কৃষি সম্প্রদায় সর্ব্বত্রেই হাহাকার! লোক নাই—অর্থ নাই—উপযুক্ত রাজা সিংহাসনে নাই, কে দেশ রক্ষা করে! অনেকে এমনও ভাবিয়াছিলেন যে এই সঙ্কট সময়ে পোলস্‌রা একেবারে পৃথিবীর বুক হইতে চির বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ও তাঁহার উদ্দেশ্য মানব বুঝিতে পারে না।

এসময়ে (১৭৪০খ্রীঃ অঃ) কোনারস্কি নামক একজন ধর্ম্মযাজক ভাবিলেন, পোলিশদের বাঁচিতে হইলে তাহাদিগকে আবার শিক্ষার দিক্‌দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি এইরূপ মনে করিয়া দেশ বাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মনোযোগী হইলেন। আবার কেহ কেহ রাজনৈতিক সংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। আন্দোলনের একটা উৎসাহ জাগাইয়া দিয়া নির্জীব দেশবাসীকে সঞ্জীবিত রাখার ফলে সকলের বুকে

আবার নবীন উৎসাহ জাগরিত হইল, দেশের সর্ব্বসাধারণ মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং দেশের পূর্ব্ব গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে উদ্বোধিত হইলেন। পোলিসজাতি মরিল না, সঞ্জীবন মন্ত্র প্রভাবে আবার বাঁচিয়া উঠিল।

অষ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এসময়ে ফ্রেডারিক্ দি গ্রেট প্রাসিয়ার রাজা। তিনি রাশিয়ার সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে পনিয়াতোভস্কিকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলে সবদিকেই ভাল হইবে।

পনিয়াতোভস্কি রাশিয়ার সৈন্যগণের সম্মুখে রাজা বলিয়া মনোনীত হইলেন। তিনি যতদিন রাজা ছিলেন, ততদিন রাণী ক্যাথারিন্ এবং প্রাসিয়ার সম্রাট্ ফ্রেডারিকের ইঙ্গিত অনুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাঁহাকে রাজা করা অর্থে—ফ্রেডারিক ও ক্যাথারাইনের প্রাসিয়া রাজ্যে প্রবেশ লাভ আর কি! বিদেশী রাজার অনাবশ্যক প্রভাব বিস্তারটা পোলিশগণ পছন্দ করিতেছিলেন না। দেশভক্ত পোলিসেরা স্বদেশের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন—ফলে দেশে বিদ্রোহ হইল।

সময় ও সুযোগ পাইয়া দ্বিতীয় ফ্রেডারিক্ পোল্যাণ্ডটা

ভাগ করিয়া লইলেন। এই ভাগটা প্রথম হইয়াছিল ১৭৭৩ খ্রীঃ অঃ। অষ্ট্রিয়া পাইলেন গেলিসিয়া। রাশিয়া, প্রাসিয়ার রাজা তাঁহারাও নিজেদের স্বার্থ অনুসারে ভাগ করিয়া লইলেন। পোল্যাণ্ডের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নূতন আইন কানুন গঠিত হইল।

এখন একটু আগের বলি। দেশের এই দুর্দ্দিনে, পতনের এমন শোচনীয় মুহূর্ত্তে কোনারস্কি একদিন শিক্ষার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা ফলিতে আরম্ভ করিল। একটা শিক্ষা সমিতি গঠিত হইয়া ক্রাকো, ডিলান্ প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান কৃষি এসকল দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। 'মিস্' সম্প্রদায় দেশের পুনরুদ্ধারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সৈন্যের সংস্কার—কৃষির সংস্কারের জন্য ব্রতী হইলেন। তাঁহার পরাধীনতার ভীষণ পেষণে বুঝিলেন যে ত্যাগ ভিন্ন দেশ জাগিবেনা, তাই সকলে এতদিন যে সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, তাহা দেশের হিতার্থে বিসর্জ্জন দিলেন। জাতীয় জীবনের উন্নতির ইতিহাসে তাঁহাদের এই ত্যাগ পরম কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। জাগ! জাগ! রব—গোপনে প্রত্যেক পোলিসের প্রাণে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

১৭৯২ খ্রীঃ অঃ আবার রাশিয়ানরা অমিত বিক্রমের সহিত আসিয়া পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য পোলিশরা প্রস্তুত হইতে পারেন নাই, কাজেই তাহাদের রাশিয়ানদের হাতে পড়িতে হইল। এইরূপে দ্বিতীয়বার পোল্যাণ্ড আবার শত্রুপক্ষ ভাগা ভাগি করিয়া লইলেন। রাশিয়া—পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব বিভাগ লইলেন, প্রাসিয়ান্‌রা লইলেন ডান্যজিগ্‌ এবং অর্ণ। এইবার দেশের লোকেরা স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কস্‌ কিওস্কো নামক একজন রণদক্ষ ব্যক্তি ডিক্‌টেটার নির্ব্বাচিত হইলেন। কস্‌ কিওস্কো খুব সাহসী এবং রণনিপুণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ দক্ষতাগুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ওয়ারস, অধিকার করিয়া বলিলেন, পরিশেষে—রাশিয়ান এবং প্রাসিয়ার সম্মিলিত শক্তির নিকট পরাজিত হইলেন। আবার তৃতীয়বার দেশটা শত্রুরা ভাগ করিয়া লইল। ওয়ারস—প্রাসিয়ান্‌রা লাভ করিলেন।

এইভাবে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায় হইলেও—পোল্যাণ্ড তাহার জ্ঞানদীপ্তি হারাইয়া ফেলে নাই। তাহার শিক্ষোন্নতির দিক দিয়া বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। ১৮১২

খ্রীঃ অঃ নেপোলিয়ানের পক্ষাবলম্বন করিয়া পোল্যাণ্ডের সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়াছিল, ফলে নেপোলিয়ান্ পোল্যাণ্ডের পূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। পোল্যাণ্ড আবার স্বাধীনতা লাভ করিল। পোল্যাণ্ড এসময়ে ইউরোপের অন্যান্য জাতির সমকক্ষরূপে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অভিশপ্ত দেশটির অদৃষ্টে বিধাতা দীর্ঘকাল সুখ, শান্তি এবং স্বাধীনতা লিখেন নাই! ১৮৩০ খ্রীঃ অঃ আবার পোল্যাণ্ড রাশিয়ানদের করতল গত হইল। পোলিশ্রা প্রাণপণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এবার সম্পূর্ণরূপে পোল্যাণ্ড তাহার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিল।

তোমরা বেশ দেখিতেছ যে পোল্যাণ্ডের জাত শত্রু হইতেছে—প্রাসিয়া। প্রাসিয়া রুশিয়ার সম্রাটদিগকে বারংবার উত্তেজিত করিয়া বলিলেন যে—পোল্যাণ্ডের ন্যায়মতে স্বাধীনতা রাখাও সঙ্গত নয়, রুশিয়া সরকারও তাহাই মানিয়া লইবেন। পোলদিগকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য নূতন নূতন আইন কানুন প্রণীত হইল। কৃষক ও জমিদারদিগকে এক আইন প্রচলন করিয়া জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

মানুষ নির্য্যাতন সহিবে কোথায় যায়? একদিকে

[illegible] অন্যায়ভাবে রাশিয়ানরা পোলিশদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছিলেন, সেসময়ে সাহিত্য জগতে পোল্যাণ্ড অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। কাব্য, উপন্যাস এবং বিজ্ঞান জগতে এযুগে এইরূপ অধীনতার দিনে দিনে সিংকিভিজ, ক্রাসিন্স্কি এবং লোতাৎস্কির ন্যায় মনীষিগণের জন্ম হইয়াছিল।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে পোলিশরা কিন্তু কোনদিনই ক্ষান্ত থাকে নাই। পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে করিতে ১৮৬৭ খৃঃ অঃ অষ্ট্রিয়ার অধীন পোল্যাণ্ড কতকটা স্বায়ত্বশাসন লাভ করিয়াছিল। আর ১৯০০ খৃঃ অঃ রুশিয়ার সরকার কতকটা সুবিধাজনক সর্ত্ত প্রদান করিয়াছিলেন। তবে অত্যাচার, নির্য্যাতনের কিছুই হ্রাস হইল না। ১৯১4 খৃঃ অঃ পৃথিবীব্যাপী মহাসমর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পোলিশদের একটা লাভ হইল। তাহারা—স্বরাজ লাভ করিয়াছে। রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মেনী সকলেই ঐ সময়—পোলিশদিগকে, স্বরাজ প্রদানের সমর্থন করিয়াছিলেন।

বোহেমিয়া

বোহেমিয়া

বোহেমিয়ার অধিবাসী বোহেমিয়ানরা স্লাভোনিক জাতির অন্তর্গত পোল, রুমেনিয়ান, রাশিয়ান প্রভৃতি জাতির অন্তর্ভুক্ত। বোহেমিয়ানদিগকে কেহ কেহ জেকস্‌ও বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে বোহেমিয়ানরা যে দেশ অধিকার করিয়া আছেন তাহা অষ্ট্রিয়াসাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এই মিলনের—পূর্ব্বের প্রাচীন ইতিহাসে বোহেমিয়ার অতীব গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগে ইউরোপের মধ্যদেশগুলির শিক্ষা ও সভ্যতার মূলে বোহেমিয়ার অনেকটা ছাপ আজও রহিয়া গিয়াছে। টিউটন ও সার্ভা এই দুই জাতির দেশের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া—উহাদের পরস্পরের কলহের ইতিহাসের সহিত বোহেমিয়ার ইতিহাসও সংযোজিত রহিয়াছে।

বোহেমিয়া নামটির উৎপত্তি হইয়াছে—এ দেশের আদিম অধিবাসী বোইদের হইতে। বোইএরা বোহেমিয়ার আদিম অধিবাসী। ইহার জাত্যাংশে বেল্টিক। বেল্টিকদের এই বোইজাতির পর—স্লাভোনিক জাতির

নানা শাখা এদেশে বাস করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল জেক্‌স্। পঞ্চম শতাব্দীতে এই জেক্‌সেরা এদেশের অধিপতি ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বের ইতিহাসটা আমরা ভাল করিয়া জানিতে পারি না।

এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত নানারূপ কিংবদন্তী পাওয়া যায়। প্রচলিত জনপ্রবাদ এইরূপ যে ক্রোক বা ক্রোকাস্ নামক এক ব্যক্তির সময় হইতেই এদেশের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। ক্রোকাসের লিবুশা নামে একটী মেয়ে ছিল, সেই মেয়েটি প্রিমিস্‌সন্ নামক একজন কৃষককে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রেমি বা প্রিমিস্‌ন্ বোহেমিয়া রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল।

নবম শতাব্দীর শেষ দিক দিয়া বোহেমিয়াতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। বোহেমিয়ার রাজা কেরিভোজ, মেথোদিয়াস্ নামক একজন খৃষ্টান মহাপুরুষ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মেথোদিয়াস্ ইহার পূর্ব্বে মোরাভিয়া প্রদেশের অধিবাসীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঐযুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন

ভেন্‌সেস্‌লাশ। ইনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও শিক্ষার উন্নতির জন্য চারিদিকে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া বোহেমিয়ার একজন সেণ্ট্ বা সাধুনামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা জার্ম্মেন সম্রাটের প্রাধান্য মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জার্ম্মেন সম্রাট্ তৃতীয় কন্‌রান্ বোহেমিয়ার রাজা প্রিন্স সোভিস্লাভ্‌কে সাম্রাজ্যের পত্রবাহকরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সম্মানের ফলে বোহেমিয়ার রাজারা সম্রাট্ মনোনয়নের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৫৬ খৃঃ অঃ সম্রাট্ ফ্রেডারিক্ বারবারোশা প্রিন্স ব্লাদিস্লাভ (দ্বিতীয়) কে 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন, তদবধি বোহেমিয়ার প্রিন্সগণ রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ব্লাদিস্লাভের মৃত্যুর পর দেশ অরাজক হইয়াছিল, দেশের সম্ভ্রান্ত মন্ত্রীদের ক্ষমতা অপরিসীম রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আর যে সকল জার্ম্মেনরা এদেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা নানারূপ সুখ সুবিধা পাইয়াছিলেন। রাজা ওটোকার—রাজা হইয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা ভেন্‌সেস্ নামের সময় জার্ম্মেন প্রভাব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ইঁহার পর রাজা হইলেন দ্বিতীয় ওটোকার। প্রেবিস্লাইড বংশের রাজাদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত ক্ষমতা-শালী রাজা ছিলেন। বোহেমিয়ার রাজসিংহাসনে তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি অতি অল্পই আরোহণ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ার কাবনবার্গ রাজবংশের বিলোপ হইলে—দ্বিতীয় ওটোকার অষ্ট্রিয়া এবং ষ্টিরিয়ার আর্কডাকি অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার অনেক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল,—কেশেনব্রাম নামক স্থানে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষীয় সকলকে পরাজিত করিয়া বিজয় গৌরবে যশস্বী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর ওটোকার তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সমগ্র অষ্ট্রিয়া প্রদেশটি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। বোহেমিয়া এ সময়ে প্রভুত্বের উচ্চ শিক্ষায় আরোহণ করিয়াছিল। ওটোকারকে সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করিবার জন্য দেশবাসী প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ওটোকার নানাদিক বিবেচনা করিয়া সম্রাট হইলেন না। হমস্ কর্ণস্বংশীয় বাউন্দ সম্রাট হইলেন। বাউন্দ সম্রাট হইয়া—ওটোকারের অধিকৃত সমগ্র দেশের অধিকার চাহিলেন। জার্মেন প্রজারা—এবং নিজবংশীয় জেস্ সম্রান্ত ব্যক্তিরা ওটোকারকে পরিত্যাগ করিলেন, কাজেই ওটোকার

বাধ্য হইয়া হাটস্বার্গস বংশীয়ের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হইলেন। বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া ব্যতীত সমুদয় দেশই তিনি ছাড়িয়া দিলেন। ওটোকার এতটা ত্যাগ করিয়াও শাস্তিতে দিন কাটাইতে পারিলেন না, আবার উঁহাদের মধ্যে নূতন দাবি দাওয়া উপস্থিত হইল, দুই দলে আবার যুদ্ধ বাধিল, পটোকার ডারেন ক্রাতের যুদ্ধক্ষেত্রে ১২৭৮ খৃঃ অঃ প্রাণ হারাইলেন।

১৩০৬ খৃঃ অঃ প্রেস্লিস হিড বংশের লোপ হওয়ায় বোহেমিয়ানরা জার্ম্মেন সম্রাট হেন্‌রির ছেলে লাক্সেস-কণের রাজা জনকে—বোহেমিয়ার রাজা করিলেন। রাজা জন—তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই ইউরোপের নানাদেশে নানা যুদ্ধ বিগ্রহে কাটাইয়াছিলেন, তাঁহার এইরূপ কার্য্যাবলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেকালে একটী জনপ্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, লোকে কথায় কথায় বলিত যে—"দুনিয়ার ঈশ্বর ও বোহেমিয়ার রাজার সহায়তা ব্যতীত কোন কাজই হইতে পারে না।" রাজা জন্ দয়ালীদের পক্ষপাতী ছিলেন, সদা সর্ব্বদা দয়ালী জাতির প্রশংসা করিতেন। ১৩৪৬ খৃঃ অঃ ক্রোশির রণক্ষেত্রে জনবার্গের মৃত্যু হইয়াছিল।

রাজা জনের ছেলে প্রথম চার্লস এইবার বোহেমিয়ার

রাজা হইলেন। জার্ম্মেন সম্রাট তাঁহার উপাধি দিয়াছিল চতুর্থ চার্লশ। ইনি বোহেমিয়ার সিংহাসনের গৌরবমুকুট ছিলেন। চার্লস রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া ছিলেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের অন্যায় ক্ষমতার হ্রাস করেন। প্রেগ নগরটিকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। চার্লস প্রেগনগরীতে রাজধানী স্থাপিত করিয়া নানা সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে ১৩৪৮ খৃঃ অঃ প্রেগ নগরীতে একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, মধ্য ইউরোপের আর কোথাও ইহার পূর্ব্বে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। চার্লস—জাতীয় ভাষা জেকের প্রচলন ও জেক্ সাহিত্যের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার সময়ে জেক্‌ভাষা অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল।

চার্লসের পর তাঁহার ছেলে রাজা ভেন্সিলাস্ (চতুর্থ) রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জন্ হাস্ নামক একজন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল পাপ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সে সকল দূর করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। রোমে পোপের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধীনতা হইতেও মুক্তির জন্য তিনি

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিশেষে এই মহাপুরুষকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করা হইয়াছিল।

১৪১৯ খৃঃ অঃ সন্তানহীন অবস্থায় রাজার মৃত্যু হওয়ায় হাঙ্গারির রাজা শিগিশসাও বোহেমিয়ার রাজা হইলেন। বোহেমিয়ানরা কোনরূপেই তাঁহাকে রাজা মানিতে স্বীকৃত হইলেন না, ফলে পোপ্ বোহেমিয়ানদের বিরুদ্ধে ক্রুশেদ্ বা ধর্ম্মযুদ্ধের আহ্বান করিলেন। ইহার ফলে জন্ হুসের মতাবলম্বী হুসাইস্তুর জন্ নিজুকা নামক একজন যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে কেবল বোহেমিয়া রাজ্যেরই প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গারি, জার্ম্মেনি প্রভৃতি দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। হুশিতেন্দের বীরত্বে সমগ্র ইউরোপ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শিগিশ মাত্র বোহেমিয়ান্দিগকে পরাজিত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। তিনি তাহাদের প্রার্থিত দাবি এবং ধর্ম্ম সম্পর্কীয় স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। শিগিশসাও ১৪৩৭ খৃঃ অঃ প্রাণত্যাগ করিলেন,—লাক্সেমবার্গ বংশের নির্ব্বাণ হইল।

ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটা বৎসর দেশ জুড়িয়া অরাজকতা চলিল। এসময়ে জর্জ্জ পোদিব্রাদ্ নামক জাতীয় দলের

অর্থাৎ হুসাইট সম্প্রদায়ের নেতা—দলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তিনি প্রথমে নাবালক রাজা লাদি স্লায়াসের অভিভাবক হইয়াছিলেন, পরে রাজার মৃত্যুর পর জর্জ্জ জনসাধারণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া রাজা হইলেন। প্রেসিস্লাইদ্ রাজবংশের বিলোপ সাধনের পর আবার দীর্ঘকাল পরে বোহেমিয়ন্‌রা আপনার স্বদেশী ও স্বজাতি রাজা হইলেন। জর্জ্জের রাজত্বের প্রথম কয়েকটা বৎসর বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। জর্জ্জ—রাজা হইয়াও হুশিতের মত ও শিক্ষা বিস্মৃত হন নাই। রোমের পোপ এজন্য হাঙ্গারির রাজা মাথিয়ান্ কার্ভিনাস্ ও জার্মেন সম্রাটকে বোহেমিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। যুদ্ধ বাধিল। প্রথমে জর্জ্জ জয়ী হইয়াছিলেন, পরে মাথিয়ানের কাছে হার মানিলেন এবং ১৪৭১ খৃঃ অঃ তাঁহার মৃত্যু হইল। বোহেমিয়ার ইতিহাসে জর্জ্জের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

জর্জ্জের মৃত্যুর পর বোহেমিয়ানরা পোল্যাণ্ডের রাজা কাশিমিরের ছেলে ভ্লাগিয়োলাকে রাজা নির্ব্বাচিত করিলেন। ভ্লাগিয়োলার শাসন ক্ষমতা ছিল না বলিলেই চলে, তাঁহার সময়ে জমিদার সম্প্রদায়ের প্রাধান্য হইয়াছিল। তাঁহার পর হাঙ্গারির রাজা লাডিস্লুয়ান রাজা

হইয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলে লুই হাঙ্গারি এবং বোহেমিয়া এদুইটী প্রদেশেরই রাজা হইয়াছিলেন। লুই—তুর্কীদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া ১৫২৭ খৃঃ অঃ ২৯শে আগষ্ট তারিখে মোহাক্সের রণক্ষেত্র প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর—অষ্ট্রিয়ার আর্কডিউক ফার্দিনান্দ বোহেমিয়ার সিংহাসন দাবি করিলেন, কারণ তিনি বোহেমিয়ার মৃত রাজা লুয়ের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বোহেমিয়ানেরা তাঁহার দাবির সমর্থন করিয়া তাঁহাকেই রাজা করিলেন। এই ভাবে হাবস্‌বার্গস বংশীয়েরা বোহেমিয়ার সিংহাসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

জার্ম্মেনিতে এসময়ে প্রোটেষ্টাণ্ট মতটাই প্রচারিত হইতেছিল, সে স্রোত বোহেমিয়াতেও আসিয়া পৌঁছিল, বোহেমিয়াদের মধ্যে অনেকে প্রোটেষ্টাণ্ট হইলেন। ফার্দিনান্দ নিজে রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী হইলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিলেন না।

দ্বিতীয় বাতগু রাজা হইয়া—প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী বোহেমিয়ানদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। পরে নানা কারণে প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে মহা কলহ বাধিল।

রাজা ফার্দিনান্দ—এ সময়ে বোহেমিয়ার রাজা। তিনি ছিলেন ক্যাথলিক মতাবলম্বী। ১৭১৮ খৃঃ অঃ ২৩শে সে তারিখে ক্যাথলিক মতালম্বীরা রাজ পরিষদদের নিকট উপস্থিত হইয়া—নানা বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে ভয়ানক বাক্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমন্ত্রী—মার্টিনিক্ ও স্লাভাতা এবং রাজার সেক্রেটারী ফাব্রিকিয়ান্‌কে ঐ সকল নেতৃগণ স্পেনের রাজপ্রাসাদের জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের পরিখার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন! এই ঘটনা হইতেই ত্রিশবৎসর ব্যাপী মহা-সমরের সৃষ্টি হইয়াছিল। এ সময়ে বোহেমিয়ানরা একটা শাসন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া—অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরবৎসর বোহেমিয়ান্‌রা ডায়েট বা মন্ত্রণা সভায় ফার্দিনান্দকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ফ্রেডারিককে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন্। নূতন রাজা ও রাণী ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে বোহেমিয়ায় আগমন করিলেন। রাজ্ঞী—এলিজাবেথ্, ইংলণ্ডের রাজ্য জেম্‌সের কন্যা। প্রেগ নগরীতে রাজা ও রাণীর অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। এসময়ে ফার্দি-নান্দ—ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় বোহেমিয়া রাজ্য পুনরাধিকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ফার্দিনান্দ

বীরদর্পে বোহেমিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রেগের নিকটবর্ত্তী হোয়াইণ্টসার্ভণ্টেন নামক স্থানে দুই দলের যুদ্ধ হইল। অল্প কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধেই বোহেমিয়ানরা পরাজিত হইলেন। ফার্দিনান্দ—পুনরায় বোহেমিয়া অধিকার করিলেন। (৮ই নবেম্বর—১৬২০) রাজা ফ্রেডারিক পলায়ন করিলেন, কাজেই অতি সহজে আবার বোহেমিয়া ফার্দিনান্দের করতলগত হইল।

এই পরাজয়ের পর হইতেই বোহেমিয়ার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে এবং ইউরোপের স্বাধীনদেশ সমূহের তালিকা হইতে তাহার নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। বোহেমিয়া ঐ সময় হইতেই অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ১৬২৭ খৃঃ অঃ অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট একটী বিধান প্রচারিত করিয়া জেক্-জাতির সমুদয় প্রাচীন স্বত্ব বিলোপ করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন স্বদেশ প্রেমিক ব্যক্তিগণ উৎপীড়নের ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী-দিগকে নিষ্ঠুর নির্য্যাতন দ্বারা প্রপীড়িত করিয়া ক্যাথলিক মত প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। আদালতে, বিদ্যালয়ে

নভেনিয়ান সৈনিকের অদ্ভুত সাহসিকতা

নভেনিয়া

মণ্টেনিগ্রো

—ঃ(০)ঃ—

প্রথম অধ্যায়।

—ঃ()ঃ—

মণ্টেনিগ্রো দেশটিও যেমন ইউরোপের সব দেশের চেয়ে ছোট, তেমনি মণ্টেনিগ্রন্‌রা জাতির দিক্ দিয়াও ইউরোপের সব জাতির চেয়ে সংখ্যায় অল্প। ছোট হইলে কি হইবে? এমন স্বাধীনতা প্রিয় জাতি—স্বাধীনতার উন্মাদনায় উন্মাদ জাতি অতি অল্পই পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এ জাতির ইতিহাসের সহিত অতীতের কতই না গৌরবজনক কিংবদন্তী প্রচলিত। একবার মহামতি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ এই ছোট জাতিটির কথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—'পৃথিবীর সকলেই থার্ম্মাপলি ও ম্যারাথনের গৌরব করেন, কিন্তু মণ্টেনিগ্রন্‌দের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে অনেক থার্ম্মাপলি ও ম্যারাথনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কসোভোর রণক্ষেত্রে যে দিন সার্ভ্বরাজত্ব শেষ হইয়া গেল, সার্বে'রা তাহাদের

স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিলেন, সেদিন জেভা ও আড্রিয়াটিক সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য উপত্যকাই স্বাধীনতা লিপ্সু সার্ব জাতির একমাত্র আশ্রয় স্থান হইয়া ছিল। বিগত পঞ্চ শতাব্দীকালমধ্যে একমাত্র মণ্টেনিগ্রোই বল্‌কান রাজ্যসমূহ মধ্যে তুর্কীর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

সেকালে অনেকদিন আগে ডোক্‌নিয়া নামক নগরে মণ্টেনিগ্রোর রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান পোড্‌গরিট্‌জা নামক নগরের নিকট এখনও সেই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও রাশি রাশি ইষ্টকস্তূপ—বড় বড় বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে। এই নগরেই সুপ্রসিদ্ধ রোমসম্রাট্ ডিওক্লিতিয়ান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে এ স্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর রাজ-প্রাসাদ, গীর্জ্জা ইত্যাদি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এ সকলের ভগ্নাবশেষ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এক সময়ে এই নগরীটি কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

ষ্টিফেন্ নেমানিয়া নামক একজন ব্যক্তি মণ্টেনিগ্রোর একরূপ প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম অবস্থায় এই রাজ্যটি সার্ব রাজ্যের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে

বাল্‌সা নামক এক রাজবংশ আসিয়া মণ্টেনিগ্রোর প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজধানী হইল স্কুতারি। স্কুতারিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা হইবার পর এই নবজাগ্রত স্বাধীন জাতিটির গৌরব হ্রাস করিবার জন্য ভেনিসের প্রজাতন্ত্রশক্তি ও তুর্কীরা বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিল।

বাল্‌সাবংশ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ব্বংশ হইয়াছিল। এ বংশের সম্পর্কান্বিত এক ব্যক্তি এই সময়ে মণ্টেনিগ্রোর শাসনকর্ত্তা হইলেন। ইঁহার নাম ষ্টিফেন নোয়িভিক্। কেহ কেহ ইহাকে 'ব্ল্যাক্ প্রিন্স' নামেও অভিহিত করিতেন। ষ্টিফেন্ রাজা হইয়াই স্কুতারী হইতে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া ঝাব্‌লিয়াক্ (Zhabliak) নামক স্থানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঝাবলিয়াক্ স্থানটি স্কুতারি হ্রদের তীরে অবস্থিত ছিল। ষ্টিফেন্ যে কয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে কয়টা বৎসর কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছেন। তুর্কীদের সহিত তাঁহার ক্রমাগত যুদ্ধ লাগিইয়াছিল।

ষ্টিফেনের পর তাঁহার ছেলে আইভান রাজা হইলেন। আইভানকে সকলে নাম দিয়াছিলেন কালোআইভান্। এ সময়ে তুর্কীদের অসাধারণ প্রভাব, তাহারা একে একে খৃষ্টানরাজ্যগুলি অধিকার করিতেছিলেন। বলকান

উপদ্বীপের অনেকগুলি রাজ্য তাঁহারা জয় করেন,—সার্বিয়া, বোস্নিয়া, হারজেগোভিনা, আলবানিয়া, স্কুতারী এসব ছোট ছোট রাজ্যগুলি তুর্কীদের হাতে পড়িয়াছিল। এ সময়ে তুর্কীর সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় মহম্মদ, দ্বিতীয় মহম্মদ মণ্টেনিগ্রনদের উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা ভেনিসিয়ানদিগকে সাহায্য করিয়া তুর্কীদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলেন। এইবার মহম্মদ ত সেই বিষয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য মণ্টেনিগ্রো আক্রমণ করিলেন। আইভান—ভেনিসিয়ানদের কাছে সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু তাহারা বিপন্ন মণ্টেনিগ্রন্দের সাহায্য করিলেন না! ক্ষুদ্র দেশ, ক্ষুদ্র সেনা সংখ্যা, আর, তুর্কীদের লোক-বল ও অর্থ-বলের অভাব নাই! আইভান প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু কোনরূপেই তুর্কীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। যখন দেখিলেন যে লড়াই করিয়া রাজ্য রক্ষা অসম্ভব, তখন রাজধানী ঝাব্লিয়াকে অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া অতি দূর পার্ব্বত্যদেশে যাইয়া কেটিনজ্ নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখানে তিনি একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেশবাসীর মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তারের জন্য যত্নবান্ হইলেন। কিছুদিন পরে এখানে

ওষ্ট্রোগের মঠ।

সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর এই মঠ সন্দর্শন করিতে আসে। তার্কিশ সৈন্যগণ কর্তৃক দুইবার এই মঠ আক্রান্ত হয় এবং ঐ দুইবারই মন্টেনিগ্রো সৈন্য অদ্ভুত বীরত্ব দেখায়।

মন্টেনিগ্রো।

একটী প্রকাণ্ড দুর্গও নির্ম্মাণ করিলেন—আর মঠের নাম হইল ওবোদের মঠ। এখানে তিনি একটী মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্লাভোনিক্ ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাত্র কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে কণ্ডেন নগরীতে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে ক্যাক্সটন্ মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ভাবে দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য আইভান্ নানা কাজ করিয়াছিলেন। আইভান—একদিকে যেমন সাহসী বীর ছিলেন, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী এবং সর্ব্ব বিষয়েই স্বদেশবৎসল ছিলেন।

আইভানের পর এ বংশের কেহ রাজা না হইয়া দেশের শাসনভার সত্তের প্রধান ধর্ম্মযাজকের উপর পড়িল। সেকালে জার্মেনির কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যও ধর্ম্মযাজকদের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। এ ব্যবস্থায় দেশ রক্ষা পাইল, কারণ সে যুগে ধর্ম্মযাজকদের সম্মান ও প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল, দেশের ছোট বড় সকলেই তাহাদিগকে মান্য করিতেন, কাজেই রাজ্যের অধিকার লইয়া কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইল না। আর একটা দিকেও ভাল হইল,—চারিদিকে যেরূপ মুসলমান প্রাধান্য বিস্তৃত হইতেছিল এবং লোকে যেরূপ দ্রুতভাবে মুসলমান

ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, তাহাতে মণ্টেনিগ্রোর অধিকাংশ অধিবাসী হয়ত বা মুসলমান হইয়া যাইতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজক অর্থাৎ ফ্লাদিকাদের শাসন চলিয়াছিল। তুর্কীরা মণ্টেনিগ্রো দেশটিকে অধিকার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছেন। এই দুর্দ্দমনীয় পার্ব্বত্য অধিবাসীরা গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কোনরূপে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েন নাই।

ধীরে ধীরে মণ্টোনিগ্রন্‌রা বুঝিতে পারিলেন যে রাজা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, পুনঃ পুনঃ রাজ পরিবর্ত্তন ঘটিলে রাজ্যশাসন অসম্ভব, এজন্য বংশ-পরম্পরাগত রাজত্বের ব্যবস্থা করাই সমীচীন মনে করিলেন। কোন একটী বংশের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করাই তাঁহারা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন, সে বংশীয়েরাই বংশ পরম্পরা ক্রমে রাজত্ব করিবে, এইরূপ মীমাংসা হইলে পর, ডানিলো পেত্রোভিক্ নামক এক ব্যক্তিকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা করিলেন। ডানিলো নিগোস্ নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ডানিলো তাঁহার নিজ বংশধর না থাকিলে কোনও নিকট আত্মীয়কে রাজপদে বরণ করিবার অধিকার পাইলেন।

ডানিলোও তুর্কীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্ব সময়ে রু।ষয়ার সহিত মণ্টেনিগ্রোর সহিত বন্ধুত্ব উল্লেখযোগ্য। বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর ডানিলো পেট্রোগ্রেডেও গমন করিয়াছিলেন। ডানিলোর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাইপো রাজা হইলেন। ইঁহার নাম পিটার। পিটার তুর্কীদিগকে এইরূপ ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন যে তাহারা কুড়ি বৎসরের মধ্যে আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার বীরত্বের দ্বারা মণ্টেনিগ্রোর গৌরব অত্যধিক পরিমাণে, বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মৃত্যুর পর এই খ্যাতিমান্ নৃপতিকে মণ্টেনিগ্রোর অধিবাসীরা সেণ্ট বা বা সাধু আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পিটার যেমন ছিলেন রাজনীতিবিশারদ, তেমনি ছিলেন সংস্কারক, আর কবিত্ব শ।ক্তও ছিল তাঁহার অসাধারণ, দেশবাসী-দিগকে শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা উন্নত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়া গিয়াছেন। দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, কোনরূপ দারিদ্র্য না থাকে সেজন্য তিনি সতত যত্নবান্ ছিলেন।

দ্বিতীয় পিটারের পর আরও কয়েকজন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহই তেমন খ্যাতনামা নৃপতি

ছিলেন না, কাজেই তাঁহাদের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার মত কিছুই নাই, তবে তুর্কীদের সহিত লড়াইটা সকল রাজারই করিতে হইয়াছে। রুশের মিত্রশক্তিরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও মণ্টেনিগ্রনরা তুর্কীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন। ঐ সময়ে নিকোলাস্ মণ্টেনিগ্রোর রাজা ছিলেন। নিকোলাস্ তুর্কীদের নিক্‌শিক্ ও ডাল্‌সিগ্‌নো নামক দুইটী সামুদ্রিক বন্দর অধিকার করিয়াছিলেন। বার্লিন নগরীতে এ সময়ে ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিসমূহের যে সন্ধি-সভার বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতেও মণ্টেনিগ্রো স্বাধীন দেশ বলিয়া সকলেই মানিয়া লইয়াছিলেন।

এই বিজয়ে মণ্টেনিগ্রোর বেশ লাভ হইল। পূর্ব্বে দেশটির সমুদ্র পথে বাহির হইবার কোনও উপায় ছিল না। আড্রিয়াটিক সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত একটী ভূখণ্ড পাওয়া গেল কাজেই বহু শতাব্দীর একটা বিশেষ অসুবিধা বিদূরিত হইল। এ যুদ্ধ বিজয়ের পর হইতে মণ্টেনিগ্রনরা বহুদিন পর্য্যন্ত শান্তি সুখে অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রিন্স নিকোলাস্ একটু ক্ষমতাপ্রিয় হইলেও বেশ বিচক্ষণ এবং শাসনদক্ষ নৃপতি ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাত্র কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে নিকোলাস্ রাজশক্তির

প্রিন্স ডানিলো

মণ্টেনিগ্রো

একচ্ছত্র প্রভাব হ্রাস করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের সৃষ্টি করেন। মণ্টেনিগ্রো—একটী রাজ্য ও নিকোলাস্ নামমাত্র রাজা নামে পরিচিত হইলেন।

বল্‌কান্ উপদ্বীপের অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া নিকোলাস্ তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। মণ্টেনিগ্রন্ সৈন্যেরা সার্ব্বদিগকে যে কেবল সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা নহে, যাল্‌বানিয়া আক্রমণ করিয়া ইপেক্ ও জাকোভা নামক দুইটী নগর অধিকার করিলেন। এ সব জয়ের মধ্যে তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—পূর্ব্বতন রাজধানী স্কুতারীর পুনরধিকার। ১৯১২ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে তাহারা সেই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন।

এইবার তুর্কীদের সহিত মণ্টেনিগ্রন্‌দের যুদ্ধটা বেশ ভীষণ ভাবেই চলিয়াছিল। তুর্কীরা বেশ চারিদিকে শক্ত করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। দুই পক্ষে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল। মণ্টেনিগ্রন্‌রা একে একে আড্রিয়াটিক্ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সান্-গিয়োভানি। দি-মেডুয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। মণ্টেনিগ্রন সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, যুবরাজ ডানিলো এবং জেনারেল মার্ত্তিনোভিক্। মণ্টেনিগ্রন্‌রা এমনি স্কুতারি

অধিকারের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহারা লোক সংখ্যা হ্রাস এবং অন্যান্য বহুবিধ বিপদকে গ্রাহ্য না করিয়া বহুসংখ্যক তুর্কীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধের পর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রায় চারি হাজার সৈন্যকে মরণের কোলে পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। এ জয়ে মণ্টেনিগ্রনদের শৌর্য্য, বীর্য্য এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ সময়ে লণ্ডন নগরীতে রাজদূতগণের একটী সম্মিলন হইয়াছিল। সেই সম্মিলনে আল্‌বানিয়া লইয়া একটী স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। এই বৈঠকের সভাপতি হইয়াছিলেন—স্যার এড্‌ওয়ার্ড গ্রে। সভায় নানারূপ তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন আলোচনার পর স্থির হইল যে স্কুতারি আল্‌বানিয়া রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইবে। এ বিষয়ে অষ্ট্রিয়ান্‌রা ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াই এইরূপ করিয়াছিলেন।—সমুদয় শক্তি স্কুতারি সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাজা নিকোলাস্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন— "তুমি অবিলম্বে স্কুতারি ছাড়িয়া দেও, উহা আল্‌বানিয়ার সহিত সংযুক্ত হইবে।"

রাজা নিকোলাস্ এতগুলি প্রবল শক্তিমান্ শক্তির চোক রাঙানিতেও ভয় পাইলেন না—তিনি স্কুতারি ঐ

ভাবে ত্যাগ করিতে রাজি হইলেন না। ফল দাঁড়াইল অতি ভীষণ। সমুদয় শক্তি ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, এত বড় আস্পর্দ্ধা? মণ্টেনিগ্রোর মত ক্ষুদ্র দেশের ক্ষুদ্র রাজার এত বড় দাম্ভিকতা! দেখিতে দেখিতে সমুদয় শক্তির রণতরী আসিয়া আড্রিয়াটিক্ সমুদ্র তীরে—মণ্টেনিগ্রোর দেশটিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য উপস্থিত হইল। একমাত্র রুষিয়া ছিল মণ্টেনিগ্রোর পক্ষপাতী। অষ্ট্রিয়াই এ বিষয়ের অগ্রণী হইয়াছিলেন। রুষ ভল্লুক মণ্টেনিগ্রোর সহায় হইল। ইউরোপের সকলেই একটা ভাবি ভীষণ রণরঙ্গের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এক দিকে রুষ ও মণ্টেনিগ্রো আর অন্যদিকে অষ্ট্রিয়াও ইউরোপের সমগ্র শক্তি। রাজা নিকোলাস্ দেখিলেন এইরূপ কলহে তাঁহার রাজ্যের ধ্বংস নিশ্চিত, কাজেই তিনি শক্তিসমূহের সর্ত্তে রাজি হইলেন—স্কুতারি ত্যাগ করিলেন।

এইবার সম্মিলনের বৈঠকের মীমাংসা বলে মণ্টেনিগ্রোর রাজা পশ্চিম নোভি বাজার এবং উত্তর আল্‌বানিয়া পাইলেন। ইহাতে মণ্টেনিগ্রোর প্রায় দুই হাজার দুই শত বর্গ মাইল রাজ্য বৃদ্ধি পাইল।

এ দিকে সার্বিয়া পাইলেন—নোভি-বাজারের পূর্ব্ব

দিকটা, কাজেই বহুদিনের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা, তুইটী সার্ব জাতি পরস্পরের প্রতিবেশীরূপে বাসের অধিকার লাভ করিলেন।